ষষ্ঠঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্চাৎ বদ্ধ-পুরুষম্ আদায় রক্ষিণৌ চ) ॥ ১ ॥

রক্ষিণৌ।— (তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ কহেহি, কহিং তুএ এশে মণিদন্ধণুক্কিন্ন-ণামহেএ লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিএ। ॥ ২ ॥

পুরুষঃ।— (ভীতি-নাটিতকেন) পশীদন্তে ভাবমিশ্শে। অহকে ণ এরিশকম্মকালী। ॥ ৩ ॥

প্রথমঃ।— কিং কখু শোহণে বহ্মণে ত্তি কলিঅ রণ্ণা পড়িগ্গহে দিন্নে। ॥ ৪ ॥

পুরুষঃ।— শুণহ দাণিং। অহকে শক্কাবদালব্ভন্তলবাশী ধীবলে। ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— পাউচ্চলা, কিং অম্হেহিং জাদী পুচ্ছিদে। ॥ ৬ ॥

শ্যালঃ।— সূঅঅ, কহেউ সব্বং অণুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পড়িবন্ধহ। ॥ ৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অরে কুম্ভিলক! কথয়, কুতঃ ত্বয়া এতৎ মণি-বন্ধনোৎকীর্ণ-নামধেয়ং রাজকীয়ম্ অঙ্গুরীয়কং সমাসাদিতম্ ॥ ২ ॥

প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ, অহং ন ঈদৃশ-কর্ম্মকারী ॥ ৩ ॥

কিং খলু শোভনঃ ব্রাহ্মণঃ ইতি কৃত্বা রাজ্ঞা প্রতিগ্রহঃ দত্তঃ ॥ ৪ ॥

শৃণুত ইদানীম্। অহং শক্রাবতারাভ্যন্তরবাসী ধীবরঃ ॥ ৫ ॥

পাটচ্চর! কিম্ অস্মাভিঃ জাতিঃ পৃষ্টা ॥ ৬ ॥

সূচক! কথয়তু সর্ব্বম্ অনুক্রমেণ। মা এনম্ অন্তরা প্রতিবধান ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(সহর-কোতোয়াল রাজ-শ্যালকের এবং এক জন হাতকৌড়ি-দেওয়া লোককে লইয়া দুই জন নগররক্ষকের প্রবেশ)॥ ১ ॥

রক্ষিদ্বয়।—(আঘাত করিয়া) ওরে বেটা চোর, বল্ খুলে শীগ্গির, কোথায় তুই রাজার নামাঙ্কিত এই রত্নাঙ্গুরী পেয়েছিস্ ॥ ২ ॥

বদ্ধ-পুরুষ।—(সভয়ে) হুজুরগণ, মার্বেন না। আমি পরদ্রব্য অপহরণ করি না ॥ ৩ ॥

প্রথম রক্ষক।—না, তা করবে কেন? সদ্ব্রাহ্মণ জানিয়া রাজাই বুঝি তাঁহার হাতের আংটিটি তোমাকে দান করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বদ্ধ-পুরুষ।—শুনুন্ তবে আপনারা। জাতিতে আমি জেলে।—শক্রাবতার নামক পল্লীতে আমার বাস ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় রক্ষক।—বেটা চোর! আমরা তোর জাতি বা কুলের পরিচয় জিজ্ঞেস কর্চ্ছি না কি? ॥ ৬ ॥

শ্যাল।—সূচক! সবটা উহাকে বল্তে দাও। কথার মাঝখানে ও প্রকার বাধা দিও না ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব-দৃশ্যের শেষে, রাজার উক্তিতে, "মুনিতনয়ার পাণিগ্রহণ ত কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, অথচ মন যেন জোর করিয়া আমাকে বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছে যে, এক দিন শকুন্তলাকে 'আমার' বলিয়া লইয়াছিলাম," এই কথায় দর্শকবৃন্দ, বিপন্ন রাজার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া আছেন। আর,—শকুন্তলা কোথায় গেল, কোথা হইতে ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রী আসিল, গেলই বা কোথায়? শকুন্তলাকে লইয়া গেল কেন? কি হবে তার, কণ্বের আদরের প্রতিমার এরূপ বিষাদান্তক বিসর্জ্জন হইবে, ইহা ত কেহ মনেও ভাবে নাই, ইত্যাদি নানা চিন্তায়, নানা আলোচনায় দর্শকগণের হৃদয় যখন আলোড়িত, সকলেই শকুন্তলার সংবাদ জানিতে সমুৎসুক, তেমনই সময়ে রঙ্গমঞ্চে এক জালুককে বাঁধিয়া লইয়া কোতোয়াল ও দুই জন প্রহরী উপস্থিত হইল।

চিন্তাকুল দর্শক-হৃদয় ক্ষণকালের জন্য, এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপারে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। দুশ্চিন্তার স্থলে একটা কৌতূহল আসিয়া দেখা দিল। নির্ম্মল আনন্দভোগের জন্যই সৎকাব্য। তাহাতে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নহে, যাহার পরিণাম সামাজিকগণের, কাব্যামোদিগণের চিত্তে স্থায়ী অবসাদের সৃষ্টি করা। নিরবচ্ছিন্ন

উভৌ।— জং আবুত্তে আণবেদি। কহেহি। ॥ ৮ ॥

ধীবর।— অহকে জালুগ্গালাদিভিঃ মচ্ছবন্ধণোবাএহিং কুটুম্বভলণং কলেমি। ॥ ৯ ॥

শ্যালঃ।— (বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো। ॥ ১০ ॥

ধীবর।— ভট্টা—

শহজে কিল জে বিণিন্দিএ নহু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশু-মালণ-কম্মদালুণে অনুকম্পামিদুএ বি শোত্তিএ ॥ ॥ ১১ ॥

শ্যালঃ।— তদো তদো। ॥ ১২ ॥

ধীবর।— একস্মিং দিঅশে খণ্ডশো লোহিঅমচ্ছে মএ কপ্পিদে, জাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং লদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং দেক্খিঅং। পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। মালেহ বা মুঞ্চেহ বা অঅং শে আঅমবুত্তন্তে ॥ ১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যৎ আবুত্তঃ আজ্ঞাপয়তি। কথয় ॥ ৮ ॥

অহং জালোদ্গালাদিভিঃ মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ কুটুম্বভরণং করোমি ॥ ৯ ॥

বিশুদ্ধঃ ইদানীম্ আজীবঃ ॥ ১০ ॥

ভর্ত্তঃ।

সহজং কিল যদ্ বিনন্দিতং
ন হি তৎ কর্ম্ম বিবর্জনীয়কম্।
পশুমারণকর্ম্মদারুণঃ
অনুকম্পামৃদুকো হি শ্রোত্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ ততঃ ॥ ১২ ॥

একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশঃ রোহিতমৎস্যঃ ময়া কল্পিতঃ যাবৎ তস্য উদরাভ্যন্তরে এতৎ রত্নভাস্বরং অঙ্গুরীয়কং দৃষ্টম্। পশ্চাৎ অহম্ অস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ গৃহীতঃ ভাবমিশ্রৈঃ। মারয়ত বা মুঞ্চত বা, অয়মস্য আগমবৃত্তান্তঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রক্ষকদ্বয়।—হুজুর যা বলেন। বল্ রে বল ॥ ৮ ॥

ধীবর।—আমি জাল এবং বঁড়শী প্রভৃতির দ্বারা মাছ ধরিয়া কোনমতে পরিবার পালন করি ॥ ৯ ॥

শ্যাল।—(হাসিয়া) কি পবিশুদ্ধ জীবিকা ॥ ১০ ॥

ধীবর।—প্রভো!

যে কুলে যার জন্ম, সেই কুলের কাজ তাহার পক্ষে কদাচ পরিত্যাজ্য নহে। বেদপারগ ব্রাহ্মণ বড়ই দয়ার্দ্র-হৃদয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কি তাঁহাদের কুলধর্ম্ম বৈধ পশুহিংসা কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্দ্দয়তার পরিচয় দেন না? ॥ ১১ ॥

শ্যাল।—তার পর, তার পর? ॥ ১২ ॥

ধীবর।—এক দিন রোহিতমৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে গিয়া দেখি, সেই মাছটার উদরের মধ্যে এই অঙ্গুরীটা ঝক্‌ঝক্ করছে এবং ইহাতে খচিত ঐ রত্ন জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলছে। তার পর, এইটিকে বিক্রয় কর্‌বার নিমিত্ত আসি যেমন দশ জনকে দেখাচ্ছিলুম, অমনি আপনারা এসে পাকড়ালেন। এখন মারিতে হয় মারুন, বা ছাড়িতে হয় ছাড়ুন, যে ভাবে এই আংটিটি পেয়েছি, তা বল্লুম ॥ ১৩ ॥

মেঘ বা নিরন্তর রৌদ্র, কোনটাই কাব্যের দেহে একান্ত প্রযোজ্য নহে, মেঘ ও রৌদ্র উভয়ের সংমিশ্রণেই কাব্য শরীর গঠিত করিতে হইবে। সামাজিকদিগের হৃদয়ে বেদনার প্রবাহ বহাইতে পার, বহাইয়া যাও, কিন্তু মনে রাখিও, সে বেদনা স্থায়ী করিও না। তোমার নিরপরাধ পাঠক বা দর্শকদিগকে, তোমার শক্তি আছে বলিয়াই, ক্লেশ দিও না। তাই কবি ষষ্ঠাঙ্কে এই নগররক্ষকদ্বয়, সহর কোতোয়াল ও অঙ্গুরীয়ক-তস্করের অবতারণা পূর্ব্বক, দর্শকগণের খিন্ন হৃদয় অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলেন। তাহা ছাড়া, যে জন্য তাঁহাদের খেদ, দুঃখ, সেই অভাগিনী শকুন্তলার সংবাদও এই প্রসঙ্গে অনেকটা পাওয়া যাইতে পারে, অথবা তাহা না পাওয়া গেলেও, যাঁহার ব্যবহারের ফলে সেই সোনার প্রতিমা

শ্যালঃ।— জানুআ, বিস্‌সগন্ধী গোহাদী মচ্ছবন্ধো এব্ব নিস্‌সংসঅং। অঙ্গুলীঅঅদংসণং সে বিমরিসিদব্বং। রাঅউলং এব্ব গচ্ছামো। ॥ ১৪ ॥

রক্খিণো।— তহ। ॥ ১৫ ॥

শ্যালঃ।— গচ্ছ অলে গণ্ঠিভেদঅ। ॥ ১৬ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ১৭ ॥

শ্যালঃ।— সূচঅ, ইমং পুরদুআরে অপ্‌পমত্তা পড়িবালেহ জাব ইমং অঙ্গুলীঅঅং জহাগমণং ভট্টিণো নিবেদিঅ তদো সাসণং পড়িচ্ছিঅ ণিক্কমামি। ॥ ১৮ ॥

উভৌ।— প্রবিশউ আবুত্তে শামিপ্‌পশাদশ্‌শ। (নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ) ॥ ১৯ ॥

প্রথমঃ।— জাণুঅ, চিলাঅই কৃখু আবুত্তে। ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— ণং অবশলোবশপ্‌পণীআ লাআণো। ॥ ২১ ॥

প্রথমঃ।— জাণুঅ, ফুলন্তি মে হত্থা ইমশশ্‌ বহশ্‌শ সুমণো পিণদ্ধং। (পুরুষং নির্দ্দিশতি) ॥ ২২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জালুক! বিস্রগন্ধী গোধাদী মৎস্যবন্ধঃ এব নিঃসংশয়ম্। অঙ্গুরীয়কদর্শনমস্য বিমৃষ্টব্যম্। রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ ॥ ১৪ ॥

রক্ষিণৌ।—তথা ॥ ১৫ ॥

শ্যালঃ।—গচ্ছ অরে গ্রন্থিভেদক ॥ ১৬ ॥

শ্যালঃ।—সূচক! ইমং পুরদ্বারে অপ্রমত্তৌ প্রতিপালয়তং যাবৎ ইদম্ অঙ্গুরীয়কং যথাগমনং ভর্ত্রে নিবেদ্য তস্মাৎ শাসনং প্রতীক্ষ্য নিষ্ক্রমামি ॥ ১৮ ॥

উভৌ।—প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামি-প্রসাদায় ॥ ১৯ ॥

প্রথমঃ।—জালুক! চিরায়তে খলু আবুত্তঃ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ঃ।—ননু অবসরোপসর্পণীয়াঃ রাজানঃ ॥ ২১ ॥

প্রথমঃ।—জালুক! স্ফুরতঃ মে হস্তৌ অস্য বধস্য সুমনসঃ পিনদ্ধুম্ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—শ্যাল।—জালুক! (প্রথম রক্ষকের নাম) লোকটার গায়ে যেরূপ কাঁচা মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে মনে হয়, এ নিশ্চয়ই গোসাপখেকো জেলে। তবে আংটিটা কি ক'রে পেলো, এইটাই দেখতে হবে। রাজবাড়ী যাওয়া যাক ॥ ১৪ ॥

রক্ষিদ্বয়।—তা হবে ॥ ১৫ ॥

শ্যাল।—চল্ রে গাঁটকাটা, চল ॥ ১৬ ॥

(সকলের পরিক্রমণ) ॥ ১৭ ॥

শ্যাল।—সূচক! এই সদরদরজায় তোমরা সাবধানে লোকটাকে আট্‌কে রাখ, আমি রাজবাড়ী গিয়ে, যে ভাবে আংটিটি এ পেয়েছে, মহারাজকে ব'লে তাঁর হুকুম নিয়ে আসি ॥ ১৮ ॥

রক্ষিদ্বয়।—যান্ হুজুর, রাজবাড়ীতে এ খবর দিলে কত বকসিস্ পাবেন। (শ্যালকের নিষ্ক্রমণ) ॥ ১৯ ॥

প্রথম রক্ষী।—জালুক! আমাদের বড় কর্ত্তা বড়ই দেরী কর্চ্ছেন ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয় রক্ষী।—বলিস কি? রাজারাজড়াদের কাছে ত আর যখন তখন গিয়ে হাজির হওয়া যায় না। রাজার ফুরসুৎ বুঝে হাজ্‌রে দিতে হয় ॥ ২১ ॥

প্রথম রক্ষী।—ভাই জালুক! আমার কিন্তু লোকটাকে শূলে চড়ানোর জন্য মন অস্থির হয়েছে। কতক্ষণে ইহার গলায়,—বধ করবার সময়ের মালা গাঁথতে পারব ভেবে, আমার হাত সুড়্‌সুড়্ কচ্ছে, জানিস্? (জেলেকে দেখাইতে লাগিল) ॥ ২২ ॥

শকুন্তলা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, কণ্বাশ্রমের অধিদেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই কঠিন-হৃদয় রাজাই বা এখন কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, ইত্যাদি বিষয়ও অনেকটা প্রকাশ করা প্রয়োজন, আর সেই সঙ্গে দর্শকগণের হৃদয়ের জিজ্ঞাসা, তার পর কি হইল, কি হইবে, ইত্যাদি জানিবার বাসনাও সম্পূর্ণরূপে না হউক, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও চরিতার্থ করা কবির কর্ত্তব্য, তাই ষষ্ঠাঙ্কের প্রারম্ভেই এই ঘটনার অবতারণা। ষষ্ঠাঙ্কে যে যে বিষয় প্রদাশত হইবে, ইহা তাহারই

ধীবরঃ।— ণ অলুহই ভাবে অআলণে মালণে ভবিউং। ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়রক্ষী।—(বিলোক্য) এশে অহ্মাণং শামী পত্তহত্থে লাঅ-শাশণং পডিচ্ছিঅ ইদোমুহে দেক্খীঅই। গিদ্ধবলী হুবিশ্‌শশি, শুণো মুহং বা দেক্খিশ্‌শশি। ॥ ২৪ ॥

(প্রবিশ্য)

শ্যালঃ।— সূঅঅ। মুঞ্চীঅউ এসো জালোবজীবী। উপবণ্ণো কিল সে অঙ্গলীঅস্স আঅমো। ॥ ২৫ ॥

সূচকঃ।— জহ আবুত্তে ভণাই। ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— এশে জমশদণং পবিশিঅ পডিনিউত্তে। (পুরুষং বন্ধনমুক্তং করোতি) ॥ ২৭ ॥

ধীবরঃ।— (শ্যালকং প্রণম্য) ভট্টা অহ কেলিশে মে আজীবে। ॥ ২৮ ॥

শ্যালঃ।— এসো ভট্টিণা অঙ্গুলীঅঅমল্লসম্মিদো পসাদো বি দাবিদো। ॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন অর্হতি ভাবঃ অকারণে মারণঃ ভবিতুম্ ॥ ২৩ ॥

এষঃ অস্মাকং স্বামী পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীষ্য ইতোমুখো দৃশ্যতে ॥ ২৪ ॥

সূচক। মুচ্যতাম্ এষঃ জালোপজীবী। উপপন্নঃ কিল অস্য অঙ্গুরীয়কস্য আগমঃ ॥ ২৫ ॥

যথা আবুত্তঃ ভণতি ॥ ২৬ ॥

এষঃ যম সদনং প্রবিশ্য প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ ২৭ ॥

ভর্ত্তঃ। অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ ॥ ২৮ ॥

এষঃ ভর্ত্রা অঙ্গুরীয়ক-মূল্য সম্মিতঃ প্রসাদঃ অপি দাপিতঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—ধীবর।—মশায়। শুধুশুধি আমাকে হত্যা করাটা ঠিক হবে না ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয় রক্ষক।—(দূরে দেখিয়া) ঐ যে আমাদের বড় কর্ত্তা রাজার হুকুমনামা হাতে নিয়ে এই দিকে আসছেন, দেখা যাচ্ছে ॥ ২৪ ॥

(শ্যালকের প্রবেশ)

শ্যাল।—সূচক। এই জেলেকে শীগ্‌গির ছেড়ে দাও। এই আংটির একটা হদিশ পাওয়া গেছে ॥ ২৫ ॥

সূচক।—যেমন হুজুরের আদেশ ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয় রক্ষক।—উঃ, লোকটার কি কপালজোর। যমের বাড়ী ঢুকে ফিরে এলো। (ধীবরের বন্ধনমোচন) ॥ ২৭ ॥

ধীবর।—(রাজশ্যালককে প্রণাম পূর্ব্বক) প্রভো! আমার সবই ত আপনারা নিলেন, এখন আমার, বলুন ত, দিন গুজরান হবে কেমন ক'রে ॥ ২৮ ॥

শ্যাল।—মহারাজ সেই দাম হিসেব ক'রে এই এত অর্থ খুসী হয়ে তোমাকে দিয়েছেন। (ধীবরকে অজস্র অর্থ দান) ॥ ২৯ ॥

সূচক বা প্রবেশক। তাই এই অংশের নামও "প্রবেশক।" কালো বলিতে চিরদিন কালোকেই বুঝায়, আবার সাদা বলিতে চিরদিন সাদাকেই বুঝায়। রাম-যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে যেমন বুঝাইত, এখনও তেমনই সাদা সাদা, কালো কালো। কালিদাসের সময়ে, মতভেদানুসারে খৃঃ পূর্ব্ব ৫৬ অব্দে, খৃষ্টীয় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে, যখনই তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকুন না কেন, তখনও পুলিস যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কিছু বদলায় নাই। জগতের রীতি-নীতি, যান-বাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আকার-প্রকার, সবারই কিছু না কিছু অদল-বদল হইয়াছে, কিন্তু পুলিস আবহমানকাল সেই একই রকমের। নশ্বর জগতে, ভঙ্গুর সংসারে উহা যেন বিধাতার সনাতন সৃষ্টি, অপরিবর্ত্তনীয় কীর্ত্তি। রাজা দুষ্মন্তের নগররক্ষীরা ও তাহাদের বড় কর্ত্তা এক চোর ধরিয়াছেন। চোরের অপরাধ এখনও সাব্যস্ত হয় নাই, দোষী কি নিরপরাধ সে, তাহা ঠিক করিবেন যিনি, তিনি এখনও ঘুণাক্ষরে জানেন না যে, এ চুরিটা কি প্রকারের, ইহার শাস্তি কি প্রকার হইবে ইত্যাদি, তবুও কিন্তু রাজ-পুলিসের আর ধৈর্য্য থাকিতেছে না। কাহারও হাত সুড়্-সুড়্ কচ্ছে বেচারীকে শূলে চড়াবার জন্য, কাহারও গা মস্-মস্ কচ্ছে হতভাগ্যকে একটু আপ্যায়িত করবার জন্য।

ধীবরঃ।—	(সপ্রণামং পরিগৃহ্য) ভট্টকেণ অনুগ্‌গহিদহ্মি।	॥ ৩০ ॥
সূচকঃ।—	এশে নাম অণুগ্‌গহে জে শূলাদো অবদালিঅ হত্থিক্কন্ধে পড়িষ্ঠাবিদে।	॥ ৩১ ॥
জালুকঃ।—	আবুত্ত! পলিজোশে কহেই তেণ অঙ্গুলীঅএণ ভট্টিণো শম্মদেণ হোদব্বং।	॥ ৩২ ॥
শ্যালঃ।—	ণ তসিসং মহারুহং রদণং ভট্টিণো বহুমদং ত্তি তক্কেমি। তস্স দংসণেণ ভট্টিণো অভিমদো জণো সুমরাবিদো। মুহুত্তঅং পকিদিগম্ভীরো বি পস্সুঅ-ণঅণো আসি।	॥ ৩৩ ॥
সূচকঃ।—	শেবিদং ণাম আবুত্তেণ।	॥ ৩৪ ॥
জালুকঃ।—	ণং ভণাহি ইমশ্‌শ কএ মচ্ছিআভত্তুণোত্তি (ধীবরম্ অসূয়য়া পশ্যতি)।	॥ ৩৫ ॥
ধীবরঃ।—	ভট্টালকে, ইদো অদ্ধং তুহ্মাণং শুমণোমুল্লং হোউ।	॥ ৩৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভর্ত্রা অনুগৃহীতঃ অস্মি ॥ ৩০ ॥

এষঃ নাম অনুগ্রহঃ যৎ শূলাৎ অবতার্য্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ ॥ ৩১ ॥

আবুত্ত! পরিতোষঃ কথয়তি, তেন অঙ্গুরীয়কেণ ভর্ত্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্ ॥ ৩২ ॥

ন তস্মিন্ মহার্ঘং রত্নং ভর্ত্তুঃ বহুমতম্ ইতি তর্কয়ামি। তস্য দর্শনেন ভর্ত্তুঃ অভিমতঃ জনঃ স্মারিতঃ। মুহূর্ত্তং প্রকৃতি-গম্ভীরঃ অপি প্রস্রুত-নয়নঃ আসীৎ ॥ ৩৩ ॥

সেবিতং নাম আবুত্তেন ॥ ৩৪ ॥

নমু ভণ—অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্ত্তুরিতি ॥ ৩৫ ॥

ভট্টারকাঃ, ইতঃ অর্দ্ধং যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ধীবর।—প্রভো, যথেষ্ট অনুগৃহীত হলুম ॥ ৩০ ॥

সূচক।—অনুগ্রহ আবার বল্‌তে? এ এমন অনুগ্রহ যে, শূলে থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে উঠিয়ে দেওয়া ॥ ৩১ ॥

জালুক।—হুজুর! মহারাজের পরিতোষ হয়েছে, শুনে, মনে হচ্ছে, আংটিটা তাঁহার খুব পছন্দসই হয়ে থাক্‌বে ॥ ৩২ ॥

শ্যাল।—সেই আংটিতে যে বহুমূল্য রত্ন আছে, সেই রত্নটি মহারাজের খুব পছন্দসই হয়েছে, বা তাহার উপর খুব নজর পড়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। সেই আংটিটি দেখিয়া মহারাজের যেন কোন্ মনের মানুষের কথা স্মরণ হয়েছে ব'লে বোধ হচ্ছে। কেন না, মহারাজ আমাদের স্বভাবতই অতি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, তবুও কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চোখে জল এসেছিল ॥ ৩৩ ॥

সূচক।—মহারাজের সন্তোষ জন্মিয়ে, হুজুর, আপনি তাঁর মস্ত সেবা করেছেন, বল্‌তে হবে ॥ ৩৪ ॥

জালুক।—না, না, শুধু তাঁর সেবা নহে, আমাদের এই ধীবর-রাজের জন্যই এই সেবা, কেন না, সেবা করার ফলস্বরূপ পারিতোষিকটা পেলেন এই জেলে মহাশয়, আর সেবা ক'রে মর্লে'ন, হুজুর আপনি। (সরোষ-নয়নে ধীবরের দিকে দৃষ্টি) ॥ ৩৫ ॥

ধীবর।—কর্ত্তামশায়রা, আংটির মূল্য বাবদে আমি যা পেয়েছি, এর অর্দ্ধেক আপনাদের পূজার জন্য ফুলের দাম বলিয়া আপনারা নিন্। অর্থাৎ আমি ছোট জাত, ফুল-টুলের ধার ধারি না, অথচ আপনাদের দয়াতেই এত ধনদৌলত পেলাম, সুতরাং আপনাদের পূজা করা আমার উচিত, সেই পূজার প্রধান উপকরণ ফুল কিন্‌বার নিমিত্ত এই অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন ॥ ৩৬ ॥

আর গালাগালি মন্দ, তাহা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কেন না, ও কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ ঐ প্রকারেই। লোকটা প্রাণভয়ে যত থর্‌থর্ কাঁপিতেছে, প্রভুদের আনন্দের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরাধ তার, জেলের ছেলে সে, মাছ ধরিয়া কেটে কেটে যখন ভাগ দিতে যাচ্ছিল, তখন সেই কর্ত্তিত মৎস্যের উদর হইতে একটা আংটি পাওয়া যায় এবং

জালুকঃ।— এত্তকে জুজ্জই। ॥ ৩৭ ॥

শ্যালঃ।— ধীবর, মহত্তরো তুমং পিঅবঅস্সও দাণিং মে সংবুত্তো। কাদম্বরী-সক্‌খিঅং অহ্মাণং পঢমসোহিদং ইচ্ছীঅই তা সোণ্ডিআপণং এব্ব গচ্ছামো। (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)। ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রবেশকঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—এতাবৎ যুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

ধীবর! মহত্তরঃ ত্বং প্রিয়বয়স্যঃ ইদানীং মে সংবৃত্তঃ। কাদম্বরী-সাক্ষিকম্ অস্মাকং প্রথম-সৌহৃদম্ ইষ্যতে, তৎ শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ। [সকলে নিষ্ক্রান্ত॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—জালুক।—এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বল্লে বটে। ঠিকই ত। ঠিক বলেছ ॥ ৩৭ ॥

শ্যাল। ধীবর! তুমি এক জন বড় লোক, উদারপ্রাণ ব্যক্তি। এখন হতে তুমি আমার প্রিয় বন্ধু হ'লে। আমার সাধ, আমাদের উভয়ের এই বন্ধুত্ব সুরা-দেবীকে সাক্ষী করিয়া প্রথম স্থাপিত হোক্। অতএব চল বন্ধু, আমরা সকলে শুঁড়ির দোকানে যাই ॥ ৩৮ ॥

তাহাতে আবার রাজার নাম ক্ষোদিত, বেচারী সত্য কথা বলিয়াছে, তবুও নিস্তার নাই। এমন সময়ে, সেই অঙ্গুরী দেখিয়া রাজা সুখী হইয়া অনেক বকসিস্ দিয়াছেন, টাকা-কড়ি দিয়াছেন, জেলেকে এক কথায় বড় মানুষ করিয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ এবং সেই ধনদৌলত যেমন রাজবাড়ী হইতে আসিয়া পৌছিল, অমনি যেন কোন যাদুমন্ত্রে রাজরক্ষীদের মেজাজ বদ্‌লাইয়া গেল। সরলহৃদয় ধীবর আজন্ম দরিদ্র, সে একা অত অর্থ লইয়া কি করিবে, যাহারা তাহাকে পাকড়াইয়া রাজবাড়ীতে আনিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তারাই ত এত ধন পাওয়াইবার কারণ, সুতরাং তাহা-দিগকে সে অর্দ্ধেক যেমন দিতে চাহিল, অমনি কোতোয়াল মহাশয় তাহাকে "উদার" "মহান্" "প্রিয় বয়স্য" প্রভৃতি বিশেষণে বিমণ্ডিত করিয়া প্রমোশন দিয়া লইলেন। ও সব শ্রেণীর যেটা পরমতীর্থ, সেই শুঁড়ির দোকানে ধীবরকে লইয়া কোতোয়াল রওনা হইলেন। এই চিত্রটিতে তদানীন্তন নগররক্ষীদের যে মূর্ত্তি কবি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতেছি যে, তত পূর্ব্বেও ও বিভাগের অবস্থা কি প্রকার ছিল।

রাজা কোতোয়ালের মারফতে অঙ্গুরী পাইয়া যেন কেমন হইয়া পড়িয়াছেন, অমন গম্ভীর প্রকৃতি যাঁর, তিনিও আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, চক্ষুতে জল দেখা দিয়াছে। কোন্ বিস্মৃত কথা যেন মানসপটে উদিত হইয়া রাজাধিরাজকে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এতটা খবর কোতোয়ালের মুখে আমরা জানিতে পারিয়াছি।

দর্শকগণের যে কৌতূহল,—শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া শকুন্তলাবল্লভ কেমন আছেন, কি ভাবে তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছে,—ইত্যাদি জানিবার বাসনা, তাহাও কথঞ্চিৎ এই ঘটনায় চরিতার্থ হইয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখিনী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে, এখন আবার দুষ্মন্তও কাঁদিতেছেন, কান্নার একটা বন্যা বুঝি আসিতেছে বা আসিয়া গিয়াছে। দেখা যাক্, কি যাইয়া দাঁড়ায় ॥ ১-৩৮।

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন সানুমতী নাম অপ্‌সরাঃ)

সানুমতী ।— নিব্বত্তিঅং মএ পজ্জায়নিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থ-সন্নিজ্ঝং জাব সাহুজণস্‌স অভিসেঅকালো ত্তি। সংপদং ইমস্‌স রাএসিণো উদন্তং পচ্চক্‌খীকরিস্‌সং। মেণআসম্বন্ধেণ সরীরভূদা দাণিং মে সউন্তলা। তাএ অ দুহিউ-ণিমিত্তং আদিট্ঠ পূব্ব ম্হি। (সমন্তাদবলোক্য) কিং ণু ক্‌খু উদুস্‌সবে বি ণিরুস্‌সবারম্ভং বিঅ এদং রাঅউলং দীসই। অত্থি মে বিহবো পণিহাণেণ সব্বং পরিণ্ণাদুং। কিন্তু সহীএ আঅরো মএ মাণইদব্বো। হোউ ইমাণং এব্ব উজ্জাণ-পালিআণং তিরক্‌খরণী-পড়িচ্ছন্না পস্‌স-পরিবত্তিণী ভুবিঅ উবলম্ভিস্‌সং। (নাট্যেনঅবতীর্য্য স্থিতা) ॥১॥

(ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরম্ অবলোকয়ন্তী চেটী অপরা চ পৃষ্ঠতঃ তস্যাঃ)

প্রথমা ।— আতম্ব-হরিঅ-পণ্ডুর বসন্তমাসস্‌স জীঅ-সব্বস্‌স।
দিট্ঠো সি চূঅ-কোরঅ উদুমঙ্গল! তুমং পসাএসি। ॥ ২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নির্বর্ত্তিতং ময়া পর্য্যায়নির্বর্ত্তনীয়ম্ অপ্‌সরস্তীর্থ-সান্নিধ্যং যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককালঃ ইতি। সাম্প্রতম্ অস্য রাজর্ষেঃ উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি। মেনকা-সম্বন্ধেন শরীরভূতা ইদানীং মে শকুন্তলা। তয়া চ দুহিতৃ-নিমিত্তম্ আদিষ্ট-পূর্ব্বা অস্মি। (সমন্তাদ্ অবলোক্য) কিং নু খলু ঋতূৎসবে অপি নিরুৎসবারম্ভম্ ইব এতৎ রাজকুলং দৃশ্যতে। অস্তি মে বিভবঃ প্রণিধানেন সর্ব্বং পরিজ্ঞাতুম্। কিন্তু সখ্যাঃ আদরঃ ময়া মানয়িতব্যঃ। ভবতু—অনয়োঃ এব উদ্যান-পালিকয়োঃ তিরস্করণী-প্রতিচ্ছন্না পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী ভূত্বা উপলপ্‌স্যে ॥ ১ ॥

আতাম্র-হরিত-পাণ্ডুর! বসন্তমাসস্য জীব-সর্ব্বস্ব!
দৃষ্টঃ অসি চূতকোরক! ঋতুমঙ্গল! ত্বাং প্রসাদয়ামি ॥২॥

বঙ্গার্থ।—(আকাশগামী রথযোগে সানুমতী নামক অপ্সরার প্রবেশ)। (অপ্সরারা পালা করিয়া এক একজনে, গঙ্গার যে সোপান-বদ্ধ ঘাটে, স্নানার্থী সাধুদিগের পরিচর্য্যা করে, সেই ঘাটেরই নামান্তর অপ্‌সরস্তীর্থ।)

সাধুসজ্জনের অভিষেক যতক্ষণ হইতে থাকে, ততক্ষণ আমাদের এক এক জনের পালা করিয়া তথায় থাকার নিয়ম। তা' আমার থাকার পালায় আমি ঠিকমত থাকিয়াছি। এখন একটু সময় যখন আছে, এই রাজর্ষি দুষ্মন্তের ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখিয়া লই। মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাহাতে শকুন্তলা আমার দেহের এক অংশ বলিলেও হয়। আর সেই মেনকাও তাহার মেয়ে শকুন্তলার বিষয়ে একটু আধটু খোঁজখবর লইতে আমাকে বলিয়াছে; সুতরাং একবার দেখাই যাক্ না।

এ কি? এখন নব বসন্তের সমাগমে রাজবাড়ীর আদ্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে, কত উৎসবাদিতে দিনরাত মুখরিত থাকার কথা, তা না হয়ে এ যে দেখ্‌ছি সব চুপ্-চাপ্। আমোদ-প্রমোদ ত দূরের কথা, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। ব্যাপার কি? অবশ্য দৈবশক্তিবলে আমি সমস্তই জানিতে পারি, কিন্তু সখী মেনকার অনুরোধ আমার সর্ব্বথা পালনীয়। আচ্ছা বেশ!—আমাকে কেহ দেখ্‌বে না, আর আমি সবাইকে দেখতে পাবো, এই যে তিরস্করণী বিদ্যা আমি জানি, তাই দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এই দুই উদ্যান-পালিকার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ীর এই বিষণ্ণতার কারণটা জানিতে চেষ্টা করি ॥ ১ ॥

(আমের মুকুল দেখিতে দেখিতে সহচরীর সহিত একটি উদ্যানপালিকা বালিকার প্রবেশ)

প্রথমা।—ঈষৎ তাম্র, হরিত এবং পাণ্ডুবর্ণ-বিশিষ্ট হে মধুমাসের জীবনসর্ব্বস্ব!—হে বসন্ত-ঋতুর মঙ্গলস্বরূপ রসাল-মুকুল! তোমায় অর্চনা করি, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়া।— পরহুইএ কিং এআইণী মন্তেসি। ॥ ৩ ॥

প্রথমা।— মহুঅরিএ চূঅ-কলিঅং দেক্‌খিঅ উম্মত্তিআ পরহুইআ হোই। ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়া।— (সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য) কহং উবট্‌ঠিও মহুমাসো। ॥ ৫ ॥

প্রথমা।— মহুঅরিএ তব দাণিং কালো এসো মদবিব্ভম-গীদাণং। ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়া।— সহি। অবলম্বস্‌স মং জাব অগ্‌গপাঅট্টিআ হুবিঅ চূঅকলিঅং গেণ্‌হিঅ কামদেঅচ্চণং করেমি। ॥ ৭ ॥

প্রথমা।— জই মম বি কৃখু অদ্ধং অচ্চণফলস্‌স। ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়া। অকহিএ বি এদং সংবজ্জই জদো একং এবব ণো জীবিদং দুহাট্ঠিঅং সরীরং। (সখীমবলম্ব্য স্থিতা চূতাঙ্কুরম্ গৃহ্ণতী)। অএ। অপ্‌পড়িবুদ্ধো বি চূঅপ্‌পসবো এথ বন্ধণ-ভঙ্গ-সুরহী হোই। (কপোতহস্তকং কৃত্বা)। ॥ ৯ ॥

তুমং সি মএ চূঅঙ্কুর দিণ্ণো কামস্‌স গহিঅধনুঅস্‌স।
পহিঅজণজুবই-লক্‌খো পঞ্চব্ভহিও সরো হোহি ॥

(চূতাঙ্কুরং ক্ষিপতি)। ॥ ১০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—পরভৃতিকে। কিম্ একাকিনী মন্ত্রয়সে ॥ ৩ ॥

মধুকরিকে। চূত-কলিকাং দৃষ্ট্বা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি ॥ ৪ ॥

কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ ॥ ৫ ॥

মধুকরিকে। তব ইদানীং কাল. এষঃ মদবিভ্রম-গীতানাম্ ॥ ৬ ॥

সখি। অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূত-কলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চ্চনং করোমি ॥ ৭ ॥

যদি মম অপি খলু অর্দ্ধম্ অর্চ্চনফলস্য ॥ ৮ ॥

অকথিতে অপি তৎ সম্পদ্যতে, যতঃ একম্ আবয়োঃ জীবিতং দ্বিধাস্থিতং শরীরম্। অয়ে অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূত-প্রসবঃ অত্র বন্ধন-ভঙ্গ-সুরভিঃ ভবতি ॥ ৯ ॥

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর। দত্তঃ কামস্য গৃহীতধনুষঃ।
পথিকজন যুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরঃ ভবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—দ্বিতীয়া।—পরভৃতিকে। একা একা কি বিড়্‌বিড়্ কর্চ্ছিস্? ॥ ৩ ॥

প্রথমা।—মধুকরিকে। নূতন আমের মুকুল দেখ্‌লে পরভৃতিকা (কোকিলা) ত পাগল হয়েই থাকে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়া।—(সহর্ষে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া) সে কি? বসন্তকাল এসেছে না কি? ৫ ॥

প্রথমা।—মধুকরিকে। মদ-মত্ত হয়ে গুণ্ গুণ্ ক'রে গান গেয়ে বেড়াবার এই তোর ঠিক সময় উপস্থিত ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়া।—সখি। আমাকে একটু ধর্ দেখি, আমি পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গোটাকতক মুকুল তুলি এবং তাই দিয়ে কন্দর্পদেবের পূজো করি ॥ ৭ ॥

প্রথমা।—রাজি আছি, যদি তোর পূজোর আদ্ধেক পুণ্যি আমাতে বর্ত্তায় ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়া।—তুই না বল্লেও এটা আপনিই হতো। কেননা, শরীর আলাদা হলেও আমাদের উভয়ের প্রাণ কিন্তু এক। (সখীকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমের মুকুল তোলা) আহা! এখনো ভালো ক'রে ফোটেনি, তবুও বোঁটা ভাঙ্গায় কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। (প্রণামকালবৎ হাত যোড় করিয়া) ॥ ৯ ॥

হে চূতমুকুল! বসন্তঋতুতে যুদ্ধপ্রিয় ধনুর্দ্ধর কামদেবের উদ্দেশে তোমাকে আমি দান কর্চ্ছি। যাও, তুমি সেই পঞ্চবাণের বাণ পাঁচটির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হও গিয়া। এই উন্মাদকর বসন্তকালেও যাহারা ঘর ছাড়িয়া পথে পথে বেড়ায়, তাহাদের বিরহিণী পত্নীরা যেন তোমার লক্ষ্য হয়। (বলিয়া মুকুল ছড়াইয়া দিল) ॥ ১০ ॥

(প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ)

কঞ্চুকী।— মা তাবদনাত্মজ্ঞে ! দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কিমারভসে ॥ ১১ ॥

উভে।— (ভীতে) পসীদউ অজ্জো। অগ্‌গহীঅথা বয়ং। ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।— ন কিল শ্রুতং যুবাভ্যাং যৎ বাসন্তিকৈস্তরুভিঃ অপি দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং তদাশ্রয়িভিঃ পতত্রিভিশ্চ। তথাহি—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্। ॥ ১৩ ॥

উভে।— ণত্থি সংদেহো। মহাপ্‌পহাওো রাএসী। ॥ ১৪ ॥

প্রথমা।— অজ্জ কই দিঅহাইং অম্হানং মিত্তাবসুণা রট্ঠিয়েণ ভট্টিণো পাঅমূলং পেসিদাণং। এত্থ অ ণো পমদবণস্‌স পালণকম্ম সমপ্‌পিঅং। তা আঅন্তুঅদাএ অস্‌সুদ-পুব্বো অম্হেহিং এসো বুত্তন্তো। ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—চূতানাং কলিকা চিরনির্গতা অপি স্বং রজঃ ন বধ্নাতি। যৎ কুরু-বকং সন্নদ্ধং, তৎ অপি কোরকাবস্থয়া স্থিতং (বিকাশোন্মুখং কুরুবকং অপি মুকুলরূপেণ এব স্থিতম্)। পুংস্কোকিলানাং রুতং শিশিরে গতে অপি (হিমাবসানে অপি) কণ্ঠেষু স্খলিতম্ (কণ্ঠপর্য্যন্তং আগতং, নহি বহির্নির্গতং রাজ-ভয়াৎ ইত্যর্থঃ)। শঙ্কে—স্বরঃ অপি (অন্যে পরে কা কথা) চকিতঃ (রাজাদেশশ্রবণাৎ ভীত-ভীতঃ সন্) তূণাৎ অর্দ্ধকৃষ্টং (প্রায়েণ নিষ্কাশিতং) শরং সংহরতি (রাজাদেশশ্রবণাৎ পুনরেব তূণে স্থাপয়তি) ॥ ১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রসীদতু আর্য্যঃ। অগৃহীতার্থে আবাম্ ॥ ১২ ॥

নাস্তি সন্দেহঃ। মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ ॥ ১৪ ॥

আর্য্য ! কতি দিবসানি আবয়োঃ মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ ভর্ত্তুঃ পাদমূলং প্রেষিতয়োঃ। অত্র চ নৌ প্রমদবনস্য পালন-কর্ম্ম সমর্পিতম্। তৎ আগন্তুকতয়া অশ্রুতপূর্ব্বঃ আবাভ্যাম্ এষঃ বৃত্তান্তঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—(পটক্ষেপ না করিতেই ব্যস্তভাবে ক্রুদ্ধ কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—নিজের ওজন বোঝ না ? থামো। মহারাজের হুকুমে রাজ্যের সর্ব্বত্র বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি আমের মুকুল ভাঙ্‌তে সুরু করেছ ? ১১ ॥

উভয়ে।—(ভয় পেয়ে) ক্ষমা করুন মহাশয় ! চট্‌বেন না। আমরা এ সংবাদের কিছুই জানি না ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।—বটে ! তোমরা কি শোন নাই যে, বসন্তকালে যাদের ফুল ফোটে, সেই সমুদয় তরু এবং তাদের উপরেই যাহাদের বসবাস, সেই সমুদয় পাখীরা পর্য্যন্ত মহারাজের শাসন মেনে চল্‌ছে। কেননা, আমের মুকুল সেই কবে বেরিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার পরাগ বাঁধ্‌লো না। কুরুবকের ফুল ফোটো-ফোটো হইয়াও ফুট্‌লো না, কুঁড়িতেই থেকে গেল। সেই কবে হিমকাল চ'লে গেছে, তবুও কিন্তু আজতক্ কোকিলগুলির কুহুরব কণ্ঠে সাহসে কুলুচ্ছে না, তাদের স্বর তাদের নিজের নিজের কণ্ঠেই থেকে গেল ! এমন কি, আমার মনে হয়,—এমন যে ত্রিজগদ্‌বিজয়ী কন্দর্পদেব, তিনিও রাজ-আদেশ শ্রবণের পূর্ব্বে তূণ হইতে যে বাণ প্রায় নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন, আদেশ শ্রবণমাত্রে চমকিত হইয়া শশব্যস্তভাবে, সেই বাণ আবার তূণীরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

উভয়ে।—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? দুষ্যন্তের অসীম প্রভাব ॥ ১৪ ॥

প্রথমা।—আর্য্য ! অল্প কয়েকদিন হইল রাজশ্যালক মহাশয় কর্ত্তৃক আমরা উভয়ে মহারাজের চরণপ্রান্তে প্রেষিত হইয়াছি। এখানে এই উপবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তাই নবাগত বলিয়া এ সকল কথা কিছুই পূর্ব্বে শুনিতে পাই নাই ॥ ১৫ ॥

কঞ্চুকী।— ভবতু। ন পুনরেবং প্রবর্ত্তিতব্যম্। ॥ ১৬ ॥

উভে।— অজ্জ! কোউহলং ণো। জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং কহেহি অত্তং কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তসসবো পডিসিদ্ধো। ॥ ১৭ ॥

সানুমতী।— উস্সবপ্পিআ ক্খু মণুস্সা। গরুণা কারণেণ হোদব্বং ॥ ১৮ ॥

কঞ্চুকী।— বহুলীভূতমেতৎ কিং ন কথ্যতে? কিমত্রভবত্যোঃ কর্ণপথং নাযাতং শকুন্তলা-প্রত্যাদেশ-কৌলীনম্। ॥ ১৯ ॥

উভে।— সুতং রট্ঠিঅমুহাদো জাব অঙ্গুলীঅঅদংসণং। ॥ ২০ ॥

কঞ্চুকী।— তেন হি অল্পং কথযিতব্যম্। যদৈব খলু স্বাঙ্গুলীযকদর্শনাৎ অনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্ব্বা মযা তত্রভবতী রহসি শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। ॥ ২১ ॥

তথাহি—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্ত-বিবর্ত্তনৈঃ বিগমযত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া-বিলক্ষশ্চিরম্॥ ॥ ২২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য। কৌতূহলম্ আবয়োঃ। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যং কথয়তু অয়ং কিং নিমিত্তং ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ ॥ ১৭ ॥

উৎসবপ্রিয়া খলু মনুষ্যাঃ। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতং রাষ্ট্রিয়মুখাৎ যাবৎ অঙ্গুরীয়কদর্শনম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—কঞ্চুকী।—আচ্ছা—বেশ। পুনরায় এরূপ কাজ আর করিও না ॥ ১৬ ॥

উভয়ে।—আর্য্য! বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, যদি আমাদের শুন্‌বার মত হয়, তবে কৃপাপূর্ব্বক বলুন, কি কারণে মহারাজ এই বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

সানুমতী।—মানুষমাত্রেই উৎসবপ্রিয়। সেই মানুষেই যখন উৎসব বন্ধ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে ॥ ১৮ ॥

কঞ্চুকী।—সবাই যখন জান্‌তে পেরেছে, তখন বলায় আর বাধা কি? আচ্ছা—তোমরা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-বিষয়ক কথার কি কিছুই শোন নাই? ১৯ ॥

উভয়ে।—হাঁ, রাজ-শ্যালকের মুখে—শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান এবং অঙ্গুরীয়কদর্শনে মহারাজের বৈমনস্য পর্য্যন্ত শুনিয়াছি ॥ ২০ ॥

কঞ্চুকী।—তা হ'লে আর সামান্যই বল্‌তে হবে। নিজের অঙ্গুরীয় দর্শনে যেমন রাজার মনে পড়িল, "সত্যই শকুন্তলাকে আমি নির্জ্জনে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছি," তদবধি তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন ॥ ২১ ॥

কেন না, মহারাজ এখন সকল প্রিয় পদার্থই বিষের মত দেখেন, পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন প্রজাপুঞ্জের সহিত আর মেলামেশা করেন না। বিছানার এক-ধারে পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে, সারা রাত্রি কাটান। উদার এবং সরলভাবে যখন অন্তঃপুর-সুন্দরীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তখন হঠাৎ হয় ত কাহার নাম ধরিয়া ডাকিবার সময়ে শকুন্তলা বলিয়াই ডাকিয়া বসেন এবং লজ্জায় মরিয়া যান ॥ ২২ ॥

সানুমতী।—পিঅং মে। ॥ ২৩ ॥
কঞ্চুকী।—অস্মাৎ প্রভবতো বৈমনস্যাৎ উৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। ॥ ২৪ ॥
উভে।—জুজ্জই। ॥ ২৫ ॥
(নেপথ্যে)—এদু এদু ভবং। ॥ ২৬ ॥
কঞ্চুকী।— (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে ইত এবাভিবর্ত্ততে দেবঃ। স্বকর্ম্মানুষ্ঠীয়তাম্। ॥ ২৭ ॥
উভে।— তহ। ॥ ২৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসদৃশবেশঃ রাজা বিদূষকঃ প্রতীহারী চ)

কঞ্চুকী।— (রাজানম্ অবলোক্য) অহো সর্ব্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বম্ আকৃতিবিশেষাণাম্। এবমুৎসুকোঽপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। তথাহি—

"প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠার্পিতং বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসাপরক্তাধরঃ।
চিন্তা-জাগরণ-প্রতান্ত-নয়নস্তেজোগুণাদাত্মনঃ সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

সানুমতী।— (রাজানং দৃষ্ট্বা) ঠাণে কৃখু পচ্চাদেসবিমাণিআ বি ইমস্স কএ সউন্তলা কিলম্মই। ॥ ৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রিয়ং মে ॥ ২৩ ॥

যুজ্যতে ॥ ২৫ ॥

এতু এতু ভবান্ ॥ ২৬ ॥

তথা ॥ ২৮ ॥

স্থানে খলু প্রত্যাদেশবিমানিতা অপি অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—দেবঃ রম্যং দ্বেষ্টি, যথা পুরা প্রত্যহং প্রকৃতিভিঃ ন সেব্যতে। উন্নিদ্রঃ এব শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈঃ ক্ষপাঃ বিগময়তি। যদা দাক্ষিণ্যেন অন্তঃপুরেভ্যঃ উচিতাং বাচং দদাতি, তদা গোত্রেষু স্খলিতঃ সন্ চিরং ব্রীড়া-বিলক্ষঃ ভবতি চ ॥২২॥

দেবঃ প্রত্যাদিষ্ট-বিশেষ-মণ্ডন-বিধিঃ, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্ একম্ এব কাঞ্চনবলয়ং বিভ্রৎ, শ্বাসাপরক্তাধরঃ, চিন্তাজাগরণ-প্রতান্ত-নয়নঃ (চ সন্) সংস্কারোল্লিখিতঃ মহামণিঃ ইব, আত্মনো তেজোগুণাৎ ক্ষীণঃ অপি ন লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—বাঃ, কি আনন্দ আমার! ॥২৩॥

কঞ্চুকী।—এই ভয়ঙ্কর চিত্ত-বৈকল্যের জন্যই উৎসব-আমোদ সব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

উভয়ে।—ঠিকই বটে ॥ ২৫ ॥

(নেপথ্যে)—এই দিকে আসুন মহারাজ ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী।—(কাণ পাতিয়া) তাই ত, মহারাজ যে এই দিকেই আসছেন। নিজের কাজে যাওয়া যাক ॥ ২৭ ॥

উভয়ে—বেশ ॥ ২৮ ॥

(অনুতাপ দাহের অনুরূপ পরিচ্ছদে, প্রতীহারী ও বিদূষকের সহিত রাজার প্রবেশ)

কঞ্চুকী। (রাজাকে দেখিয়া) আহা! সুন্দর আকৃতির কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! সকল অবস্থাতেই,—সুখ, দুঃখ সব সময়েই তাহা সুন্দর! অসীম রমণীয়। এত জ্বালা-যন্ত্রণাতেও মহারাজের আকৃতি কি মধুর! দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। কেন না, মহারাজের সেই আগেকার সাজগোজ পোষাক-পরিচ্ছদ, কিছুই নাই, সব ছাড়িয়াছেন, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একগাছি সোণার বালা নড়্‌নড়্ করিতেছে, ডান হাতের গাছটা কখন্ কোথায় যেন খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কেন না, পূর্ব্বের সে হৃষ্টপুষ্ট দেহ ত আর নাই! নিরন্তর উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাসে অধর লাল হইয়া উঠিয়াছে, সারানিশি দুশ্চিন্তায় ও জাগরণে চোখ দুইটি কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এক কথায় আগেকার কিছুই এখন এ চেহারায় নাই সত্য, তবুও কিন্তু শাণ-যন্ত্রে উল্লিখিত (অর্থাৎ চাঁচিয়া চাঁচিয়া পরিষ্কৃত) মহামণির ন্যায়, নিজের প্রভাবের মহিমায়, মহারাজ যে এত কৃশ হইয়াছেন, তাহা ধরাই যাচ্ছে না ॥ ২৯ ॥

সানুমতী।—(কৃশকায় রাজাকে দেখিয়া) এই রাজা কর্ত্তৃক তাদৃশভাবে প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত হইয়াও যে শকুন্তলা ইহার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে, তাহা ঠিকই বটে ॥ ৩০ ॥

রাজা।— (ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য)

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্। অনুশয়দুঃখায়েদং হত-হৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্॥ ৩১ ॥

সানুমতী।—ণং এরিসাণি তবস্সিণীএ ভাঅহেআণি। ॥ ৩১-ক ॥

বিদূষকঃ।— (অপবার্য্য) লঙ্ঘিদো এসো ভূও বি সউন্তলা-বাহিণা। ণ আণে কহং চিকিচ্ছিদব্বো হোহিই ত্তি। ॥ ৩২ ॥

কঞ্চুকী।— (উপগম্য) জয়তু দেবঃ। মহারাজ। প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবন-ভূময়ঃ। যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদ-স্থানানি মহারাজঃ। ॥ ৩৩ ॥

রাজা।— বেত্রবতি। মদ্বচনাদমাত্যমার্য্যপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুম্। যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দীয়তামিতি। ॥ ৩৪ ॥

প্রতীহারী।—জং দেও আণবেই। ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— বাতায়ন। ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু। ॥ ৩৬ ॥

কঞ্চুকী।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।— কিদং ভবদা ণিম্মচ্ছিঅং। সংপদং সিসিরাতবচ্ছেঅরমণীএ ইমস্সিং পমদবণুদ্দেশে অত্তাণং রমইস্সসি। ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যাঃ ভাগধেয়ানি ॥ ৩১-ক ॥

লঙ্ঘিতঃ এষঃ ভূয়ঃ অপি শকুন্তলাব্যাধিনা। ন জানে কথং চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতি ইতি ॥ ৩২ ॥

যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৩৫ ॥

কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতং শিশিরাতপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্ প্রমদবনোদ্দেশে আত্মানং রময়িষ্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা (চকিতমৃগনেত্রয়া) (শকুন্তলয়া) প্রতিবোধ্যমানম্ (বারং বারং স্মার্য্যমাণম্) অপি সুপ্তং (তদানীং স্মর্ত্তুমশক্তবং) ইদং (মম) হতহৃদয়ং সম্প্রতি অনুশয়-দুঃখায় বিবুদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(চিন্তিতভাবে ও মন্থরচরণে চলিতে চলিতে) সেই চকিতমৃগনেত্রা প্রিয়া শকুন্তলা বার বার কত প্রকারে মনে করাইয়া দিলেও আমার যে হৃদয় যেন কালনিদ্রায় অভিভূত ছিল, কিছুই স্মরণ করিতে পারে নাই, এখন অনুতাপানলে পুড়িবার নিমিত্তই বুঝি সেই দগ্ধ হৃদয়ের একে একে সেই স—ব স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

সানুমতী।—তপস্বিনীর ভাগ্যই এইরূপ ॥ ৩১-ক ॥

বিদূষক।—(অপবার্য্য) সেই দুঃসাধ্য শকুন্তলা-রোগে আবার দেখছি, ইনি আক্রান্ত হলেন, জানি না, কি উপায়ে আবার চিকিৎসা হবে ॥ ৩২ ॥

কঞ্চুকী।—মহারাজ। উপবন বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। ইচ্ছানুসারে প্রীতিকর স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৩৩ ॥

রাজা।—বেত্রবতি। আমার নাম করিয়া মাননীয় অমাত্য পিশুনকে বল গিয়া, রাত্রিতে অনিদ্রা নিবন্ধন আজ আমি সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতে পারিব না, আপনি যে সমুদয় বিচার্য্য বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা আমাকে জ্ঞাপন করিবেন ॥ ৩৪ ॥

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ ॥ ৩৫ ॥

রাজা।—বাতায়ন। (কঞ্চুকীর নাম) তুমিও নিজের কাজে যাও ॥ ৩৬ ॥

কঞ্চুকী। যেমন আদেশ মহারাজের (প্রস্থান) ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।—বাঃ। মাছিটি পর্য্যন্ত তাড়ালে। শীতের দাপট বা রৌদ্রের তাপ কিছুই না থাকায়, দেখ ত, বসন্তকালে প্রমদবনের কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা জন্মেছে। এর যেখানে সাধ, ব'সে সুখ উপভোগ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা।— বয়স্য! রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থা ইতি যদুচ্যতে তৎ অব্যভিচারি বচঃ, কুতঃ—

মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে! প্রহরিষ্যতা ধনুষি চূত-শরশ্চ নিবেশিতঃ॥ ॥ ৩৯ ॥

বিদূষকঃ।— চিট্‌ঠ দাব জাব ইমিণা দণ্ডকট্ঠেণ কন্দপ্‌প-বাণং ণাসয়িস্সং। (দণ্ডকাষ্ঠমুদম্য চূতাঙ্কুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি)। ॥ ৪০ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) ভবতু দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্। সখে ক্ব উপবিষ্টঃ—প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিলোভয়ামি। ॥ ৪১ ॥

বিদূষকঃ।— ণং আসন্নপরিআরিআ চদুরিআ ভঅদা সংদিট্ঠা মাহবীমণ্ডবে ইমং বেলং অতিবাহিস্সং, তহিং অ মে চিত্তফলঅগদং সহত্থলিহিদং তত্তহোদীএ সউন্তলাএ পড়িকিদিং আণেহি ত্তি ॥ ৪২ ॥

রাজা।— ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানং, তৎ তমেব মার্গম্ আদেশয়। ॥ ৪৩ ॥

বিদূষকঃ।— ইদো ইদো ভবং। (উভৌ পরিক্রামতঃ সানুমতী অনুগচ্ছতি) ॥ ৪৪ ॥

বিদূষকঃ।— এসো মণিসিলাপট্টসণাহো মাহবীমণ্ডবো উবহাররমণিজ্জদাএ নিস্‌সংসঅং সাঅদেণ বিঅ ণো পড়িচ্ছই। তা পবিসিঅ নিসীদদু ভবং। (উভৌ তথা কৃত্বা উপবিষ্টৌ)। ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—সখে! মুনিসুতা-প্রণয়স্মৃতি-রোধিনা মম ইদং মনঃ তমসা মুক্তং চ, মনসিজেন প্রহরিষ্যতা (সতা) ধনুষি চূত-শরঃ নিবেশিতঃ চ ॥ ৩৯ ॥

প্রাকৃতভাষানুবাদ।—তিষ্ঠ তাবৎ, যাবৎ অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়িষ্যামি ॥ ৪০ ॥

ননু আসন্ন-পরিচারিকা চতুরিকা ভবতা সন্দিষ্টা মাধবী-মণ্ডপে ইমাং বেলাং অতিবাহয়িষ্যামি, তত্র চ মে চিত্রফলক-গতাং স্বহস্তলিখিতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ আনয় ইতি ॥ ৪২ ॥

ইতঃ ইতঃ ভবান্ ॥ ৪৪ ॥

এষঃ মণিশিলাপট্টক-সনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ উপহার-রমণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ। রাজা।—সখে! "ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি" বিপদের সময়েই বিপদ আসে, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। কেন না, এই দেখ—যে মোহে আমি কণ্ব-দুহিতার প্রণয় একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেই মোহ যেমন আমার কাটিল, আর অমনিই আমাকে প্রহার করিবার জন্যই যেন পঞ্চবাণ স্বীয় ধনুকে চূতমুকুলের শর যোজনা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিদূষক।—তুমি দাঁড়াও একটু, আমি আমার এই ত্রিভঙ্গ লাঠি দিয়ে কন্দর্পের বাণের দফা রফা কর্চ্ছি (লাঠি উঠাইয়া মুকুল ঠেঙ্গাইতে উদ্যম) ॥ ৪০ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) ঢের হয়েছে! ব্রহ্মতেজ দেখা গেছে! ভাই, বল ত, কোথায় একটু বসিয়া প্রিয়তমা শকুন্তলার তবুও কতকটা অনুরূপ লতাসমূহের দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াই ॥ ৪১ ॥

বিদূষক।—কেন সখে, চতুরিকা নাম্নী যে পরিচারিকাটি নিয়ত তোমার কাছে কাছে থাকে, তাকে তুমিই ত ব'লে দিয়েছ যে, মাধবীমণ্ডপে এই সময়ে তুমি থাক্‌বে, সে যেন তোমার নিজ হাতে আঁকা শকুন্তলার ছবিখানা নিয়ে আসে ॥ ৪২ ॥

রাজা।—হাঁ, এখন এই রকম বস্তুতেই বুক জুড়োতে হবে! বেশ, সেই মাধবীমণ্ডপের পথটা দেখিয়ে দাও ॥ ৪৩ ॥

বিদূষক।—এই দিকে ভাই, এই দিকে (দুই জনের গমন, ছায়াময়ী সানুমতীরও অনুসরণ) ॥ ৪৪ ॥

বিদূষক।—এই যে সম্মুখেই মাধবীলতার কুঞ্জ, উহার মধ্যে মণিময় প্রস্তরের অতি সুখকর আসন রহিয়াছে। ঐ দেখ, কত মনোহর কুসুম-সম্ভারে লতাকুঞ্জের কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা জন্মিয়াছে! মনে হচ্ছে, যেন আমাদের উভয়কে কুসুমোপহারে অভ্যর্থিত করিতেছে। অতএব ভিতরে গিয়ে উপবেশন কর। (উভয়ের প্রবেশ ও উপবেশন) ॥ ৪৫ ॥

সানুমতী।—লদাসংস্‌সিদা দেক্‌খিস্‌সং দাব সহীএ পডিকিদিং। তদো সে ভত্তুণো বহুমুহং অণুরাঅং নিবেদইস্‌সং। (তথা কৃত্বা স্থিতা)। ॥ ৪৬ ॥

রাজা।— সখে। সর্ব্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তং কথিতবানস্মি ভবতে চ। স ভবান্ প্রত্যাদেশ-বেলায়াং মৎ-সমীপগতো নাসীৎ। পূর্ব্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সঙ্কীর্ত্তিতং তত্রভবত্যা নাম। কচ্চিদহমিব বিস্মৃতবানসি ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥

বিদূষকঃ।— ণ বিসুমরামি কিন্তু সব্বং কহিঅ অবসাণে উণ তুএ পরিহাসবিঅপ্‌পঞো এসো ণ ভূদত্থো ত্তি আচক্‌খিদং। মএ বি মিপ্‌পিণ্ডবুদ্ধিণা তহ এব্ব গহীদং। অহবা ভবিদব্বদা বলবতী। ॥ ৪৮ ॥

সানুমতী।— এব্বং এদং। ॥ ৪৯ ॥

রাজা।— (ধ্যাত্বা) সখে। ত্রায়স্ব মাম্। ॥ ৫০ ॥

বিদূষকঃ।— ভোঃ কিং এদং। অণুববণ্ণং ক্‌খু এবিসং তুই। কদা বি সপ্‌পুরিসা সোঅবত্তব্বা ণ হোন্তি। ণং পবাদে বি ণিক্কম্‌পা গিরীঅো। ॥ ৫১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—লতা-সংশ্রিতা প্রেক্ষিষ্যে তাবৎ সখ্যাঃ প্রতিকৃতিম্। ততঃ তস্যৈ ভর্তুঃ বহুমুখম্ অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি ॥ ৪৬ ॥

ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্ব্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনঃ ত্বয়া পরিহাস-বিজল্পঃ এষঃ ন ভূতার্থঃ ইতি আখ্যাতম্। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথা এব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা বলবতী ॥ ৪৮ ॥

এবম্ এতৎ ॥ ৪৯ ॥

ভোঃ। কিম্ এতৎ? অনুপপন্নং খলু ঈদৃশং ত্বয়ি। কদা অপি সৎপুরুষাঃ শোকবক্তব্যাঃ ন ভবন্তি। ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—লতায় আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে সখী শকুন্তলার ছবিখানা ভালো ক'রে একটু দেখি, পরে গিয়ে তার বল্লভের এই নানাবিধ অনুরাগের কথা তাকে বল্‌বো (লতামধ্যে হইয়া দাঁড়ানো) ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—সখে, আজ একে একে শকুন্তলার সমস্ত মনে পড়ছে, প্রথমকার ঘটনাসমূহ তোমাকে অনেকটা বলিয়াছিও। ভাই রে, প্রত্যাখ্যানের সময়ে তুমি ত কাছে ছিলে না, কিন্তু তার পূর্ব্বেও কখনো তার নাম পর্য্যন্ত তোমাব মুখে শুনি নাই। আমার মত তুমিও তাকে ভুলে গেলে না কি? ॥ ৪৭ ॥

বিদূষক।—না ভাই, কিচ্ছু ভুলি নাই। কিন্তু তুমিই ত গোল বাধিয়েছ। মনে আছে, সেই—সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে ব'লে শেষকালে বলেছিলে যে, এ কথাগুলো কিন্তু সত্য নয়, পরিহাসপূর্ব্বক একটা গল্প তৈরি ক'রে তোমায় বল্লুম। আমারও এমন মাটীর ঢিপির মত বুদ্ধি যে, তাই বিশ্বাস কর্‌লুম। অথবা তোমার দোষ কি? যেটা হবার, তা হবেই ॥ ৪৮ ॥

সানুমতী।—ঠিক বটে, ভবিতব্যতা খণ্ডন করে—কার সাধ্য ॥ ৪৯ ॥

রাজা।—(কিছুক্ষণ ধ্যানস্থবৎ থেকে) সখে! আমায় রক্ষা কর ॥ ৫০ ॥

বিদূষক।—ছিঃ, এ কি? তোমাতে ত এ সব শোভা পায় না। সাধু-সজ্জনরা কখনও শোকের অধীন হন না। হাজার ঝঞ্ঝাবাতেও কিন্তু মহীধর কম্পিত হয় না ॥ ৫১ ॥

উদিত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

স্বর ॥ ৩৮ ॥

সানুমতী।—তপস্বিনীর ভাগ্যই এইরূপ ॥ ৩১-ক ॥

রাজা।— বয়স্য! নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ সমবস্থাম্ অনুস্মৃত্য বলবৎ অশরণঃ অস্মি। সা হি—

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা মুহুস্তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্প-প্রসর-কলুষামর্পিতবতী ময়ি ক্রূরে যৎ তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥ ৫২ ॥

সানুমতী।— অম্মহে এরিসী সকজ্জ পরদা ইমস্স সন্তাবেণ অহং রমামি। ॥ ৫৩ ॥

বিদূষকঃ।— ভোঃ অত্থি মে তক্কো কেণ তত্তহোদী আআস-চারিণা নীদ ত্তি। ॥ ৫৪ ॥

রাজা।— কঃ পতিদেবতামন্যঃ পরামর্ষ্টুমুৎসহেত। মেনকা কিল সখ্যাস্তে জন্ম-প্রতিষ্ঠা ইতি শ্রুতবান্ অস্মি। তৎ-সহচারিণীভিঃ সখী তে হৃতা ইতি মে হৃদয়মাশঙ্কতে। ॥ ৫৫ ॥

সানুমতী।— সম্মোহো ক্খু বিস্সঅণিজ্জো ণ পড়িবোহো। ॥ ৫৬ ॥

বিদূষকঃ।— জই এব্বং অত্থি ক্খু সমাগমো কালেণ তত্তহোদীএ। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— কথমিব? ॥ ৫৮ ॥

বিদূষকঃ।— ণ ক্খু মাদাপিদরা ভত্তুবিওোঅদুক্খিদং দুহিদরং দেক্খিদুং পারেন্তি। ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—ইতঃ (মৎসকাশাৎ) প্রত্যাদেশাৎ স্বজনম্ অণুগন্তুং ব্যবসিতা সা (শকুন্তলা) গুরুসমে গুরুশিষ্যে—তিষ্ঠ—ইতি উচ্চৈঃ মুহুঃ বদতি সতি, পুনঃ বাষ্পপ্রসর-কলুষাং দৃষ্টিং ক্রূরে ময়ি অর্পিতবতী—(ইতি) যৎ, তৎ সবিষং শল্যম্ ইব মাং দহতি ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অম্মহে ঈদৃশী স্বকার্য্য-পরতা, অস্য সন্তাপেন অহং রমে ॥ ৫৩ ॥

ভোঃ অস্তি মে তর্কঃ, কেন তত্রভবতী আকাশচারিণা নীতা—ইতি ॥ ৫৪ ॥

সম্মোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ঃ, ন প্রতিবোধঃ ॥ ৫৬ ॥

যদি এবং, অস্তি খলু সমাগমঃ কালেন তত্রভবত্যাঃ ॥৫৭॥

ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্ত্তৃবিয়োগ-দুঃখিতাং দুহিতরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখে! পরিত্যাগকাতরা প্রিয়ার তখনকার অবস্থা মনে ক'রে কিছুতেই ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিতেছি না। চারিদিক যেন অন্ধকার দেখছি। সেই যে,—যখন আমি তাড়িয়ে দেই, তখন শকুন্তলা তাহার আত্মীয়দের অনুগমন কর্ত্তে চাচ্ছিল আর গুরুর তুল্য মাননীয় গুরুশিষ্যরা, "দাঁড়াও" বলিয়া বার বার উচ্চৈঃস্বরে তাড়া দিচ্ছিল, আর তখন নিরুপায় হইয়া, শকুন্তলা সজল-নয়নে পুনঃ পুনঃ এই নৃশংস দুষ্যন্তের দিকে তাকাচ্ছিল,—সেই সব এখন বিষমাখা বাণের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৫২ ॥

সানুমতী।—হায় রে স্বার্থপরতা! রাজার এই এত দুঃখেও আমার সুখ হচ্ছে ॥ ৫৩ ॥

বিদূষক।—ভাই, আমার একটা বড় খট্‌কা লাগ্‌ছে, আচ্ছা, হঠাৎ আকাশ থেকে কে এসে তাকে নিয়ে গেল—বল ত ॥ ৫৪ ॥

রাজা।—তার মত পতিব্রতাকে অপর কে স্পর্শ কর্ত্তেও ভরসা পায়? তোমার সেই সখী শকুন্তলার মা হলো মেনকা। মেনকা থাকেও আকাশে। সুতরাং নিশ্চয় মেনকারই আকাশবিহারিণী সহচারিণীরা তাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে;—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস ॥ ৫৫ ॥

সানুমতী।—বাঃ, কি চমৎকার অনুভব-শক্তি! এ রকম সজ্ঞান লোকের বিস্মৃতিটাই বিস্ময়ের বিষয়, মনে পড়াটা বিস্ময়াবহ নহে ॥ ৫৬ ॥

বিদূষক।—তাহাই যদি হয়, তা হ'লে তার সাথে তোমার মিলন কালে নিশ্চয় হবেই হবে ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—কি ক'রে বুঝ্‌লে? ॥ ৫৮ ॥

বিদূষক।—দেখ, মাতাপিতা কখনো পতিবিচ্ছেদ-কাতরা মেয়েকে দেখে স্থির থাক্‌তে পারে না ॥ ৫৯ ॥

রাজা।— বয়স্য।

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু ক্লিষ্টং নু তাবৎ-ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ॥ ॥ ৬০ ॥

বিদূষকঃ।— মা এব্বং। ণং অঙ্গুলীঅঅং এব্ব ণিদংসণং। অবস্‌সম্ভাই অচিন্তণিজ্জ-সমাঅমো হোই। ॥ ৬১ ॥

রাজা।— (অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) অয়ে ইদং তাবদসুলভ-স্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্—

তব সুচরিতমঙ্গুলীয় নূনং প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণ-নখ-মনোরমাসু তস্যাশ্চ্যুতমসি লব্ধ-পদং যদঙ্গুলীষু॥ ॥ ৬২ ॥

সানুমতী।— জই অন্নহত্থগঅং হোউ সচ্চং এব্ব সোঅণিজ্জং হোউ। ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—শকুন্তলা-সমাগমঃ স্বপ্নঃ নু, মায়া নু, মতিভ্রমঃ নু? (অথবা) তাবৎফলং এব পুণ্যং ক্লিষ্টং নু? তৎ (শকুন্তলারূপং বস্তু) অসন্নিবৃত্ত্যৈ অতীতম্। এতে মনোরথা নাম তট-প্রপাতাঃ॥ ৬০॥

ভোঃ অঙ্গুলীয়! তব সুচরিতং নূনং মম ইব ফলেন প্রতনু বিভাব্যতে। যৎ (যস্মাৎ) অরুণ-নখ-মনোরমাসু তস্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) অঙ্গুলীষু লব্ধপদং (সৎ) চ্যুতম্ অসি॥ ৬২॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মা এবম্। ননু অঙ্গুলীয়কম্ এব নিদর্শনম্। অবশ্যম্ভাবী অচিন্তনীয়-সমাগমঃ ভবতি॥ ৬১॥

যদি অন্যহস্তগতং ভবেৎ, সত্যমেব শোচনীয়ং ভবেৎ॥ ৬৩॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—বয়স্য! সেই যে শকুন্তলার সহিত কতিপয় দিনের জন্য আমার মিলন হইয়াছিল, এখন মনে হইতেছে যে, সে কি সত্য, না স্বপ্ন না কোন ইন্দ্রজালের প্রভাব, অথবা আমারই কোন আকস্মিক উন্মাদের ফলে ঐরূপ একটা সংস্কার আমার মনে জন্মিয়াছিল। সে মিলন কদাচ বাস্তব হইতেই পারে না। যদি হইত, তবে তাহা কি এমন ভাবে আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইত? অথবা হয় ত কোন জন্মান্তরীণ পুণ্যের ফলে তাহার সহিত আমার সমাগম ঘটিয়াছিল, যে পুণ্যের ফল ঐ সমাগমমাত্রেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাই তাহাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। নতুবা অত অল্পকালেই সে সমাগম-সুখ হইতে আমি বঞ্চিত হইব কেন? হায়, সেই শকুন্তলা আর ফিরিবে না, চিরদিনের মত তাহার আশা ঘুচিয়া গিয়াছে! এখন আমার যত কিছু বাসনা, শকুন্তলার পুনঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে অভিলাষ, তাহা ঠিক খরস্রোতা নদীর তট-পতনের ন্যায়, অর্থাৎ তটের যেমন অংশের পর অংশান্তর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তদ্রূপ আমার আশাও এক একটার পর এক একটা জাগিয়া আপনিই বিলীন হইবে॥ ৬০॥

বিদূষক।—এমন কথা বলো না। এই আংটিই তাহার পূর্ব্ব-লক্ষণ। ইহার ন্যায় সেও এসে তোমার হস্তগত হইবে। যেটা নিশ্চয় হবার, সে যে কি ভাবে এসে জুটিয়া যায়, তাহা কি বলা যায়॥ ৬১॥

রাজা।—(আংটির দিকে চেয়ে) হায় রে! অতি দুর্লভ স্থান হইতে স্খলিত হওয়ায় এই আংটি যথার্থই অতি শোকের ভাজন হইয়াছে। অঙ্গুলীয়ক! আমার পুণ্যের ন্যায় তোমারও পুণ্য বোধ হয়, ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যত দিন পুণ্য ছিল, তত দিন তাহারই ফলে শকুন্তলার দুর্লভ অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়াছিলে। যেমন সেই পুণ্যের জোর কমিয়াছে, অমনি তুমিও, তার সেই আরক্ত নখ-রাজি-বিরাজিত মনোহর অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়াও, স্খলিত হইয়া পড়িয়াছ॥ ৬২॥

সানুমতী।—তা বটে। যদি রাজন্! তোমার হাতে না পড়িয়া অপরের হাতে পড়িত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম পরিতাপের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই॥ ৬৩॥

বিদূষকঃ।— ভো ইঅং ণামমুদ্দা কেণ উদ্দেসেণ তত্তহোইএ হত্থব্ভাসং পাবিতা। ॥ ৬৪ ॥

সানুমতী।— মম বি কোউহলেন আআরিও এসো। ॥ ৬৫ ॥

রাজা।— শ্রূয়তাম্। স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং প্রিয়া সবাষ্পম্ আহ—কিয়চ্চিরেণ আর্য্যপুত্রঃ প্রতিপত্তিং দাস্যতি ইতি। ॥ ৬৬ ॥

বিদূষকঃ।— তদো তদো। ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— পশ্চাদিমাং মুদ্রাং তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা—

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধ-গৃহ-প্রবেশং নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি॥

তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্। ॥ ৬৮ ॥

সানুমতী।— রমণীও কৃখু অবহী বিহিণা বিসংবাইদো। ॥ ৬৯ ॥

বিদূষকঃ।— কহং ধীবলকপ্পিঅস্স লোহিঅমচ্ছস্স উদলব্ভন্তলে আসি। ॥ ৭০ ॥

রাজা।— শচীতীর্থং বন্দমানায়া সখ্যাস্তে হস্তাদ্ গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্। ॥ ৭১ ॥

বিদূষকঃ।— জুজ্জই। ॥ ৭২ ॥

সানুমতী।— অদো এব্ব তবস্সিণীএ সউন্তলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্স রাএসিণো পরিণএ সন্দেহো আসি। অহবা এরিসো অণুরাও অহিণ্ণাণং অবেকৃখই কহিং বিঅ এদং। ॥ ৭৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ ইয়ং নামমুদ্রা কেন উদ্দেশেন তত্রভবত্যাঃ হস্তাভ্যাসং প্রাপিতা ॥ ৬৪ ॥

মমাপি কৌতূহলেন আকারিতঃ এষঃ ॥ ৬৫ ॥

ততঃ ততঃ ॥ ৬৭ ॥

রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ বিধিনা বিসংবাদিতঃ ॥ ৬৯ ॥

কথং ধীবরকল্পিতস্য রোহিতমৎস্যস্য উদরাভ্যন্তরে আসীৎ ॥ ৭০ ॥

যুজ্যতে ॥ ৭২ ॥

অতঃ এব তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অধর্ম্মভীরোঃ অস্য রাজর্ষেঃ পরিণয়ে সন্দেহঃ আসীৎ। অথবা ঈদৃশঃ অনুরাগঃ অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে কথমিব এতৎ ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—সখে! তোমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী কি নিমিত্ত তার হাতে গেল? ॥ ৬৪ ॥

সানুমতী।—আমারও জানবার সাধ হচ্ছে, লোকটা দেখছি, আমার অভিলষিত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছে ॥ ৬৫ ॥

রাজা।—শোন ভাই! যখন আমি নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসি, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেয়সী আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে যে,কত দিনে প্রাণবল্লভ,তোমার সংবাদ পাবো ॥৬৬॥

বিদূষক।—তার পর, তার পর? ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—শেষে এই আংটিটি প্রেয়সীর অঙ্গুলীতে পরাইতে পরাইতে বলিলাম, "প্রিয়ে! এতে আমার নামের অক্ষরগুলি প্রত্যহ এক একটি করিয়া গণিয়া যাইও, যে দিন দেখিবে, অক্ষর-গণনা শেষ হইয়াছে, সেই দিনই তোমাকে আমার অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আসিয়া তোমার সকাশে উপস্থিত হইবে।" হায় রে! এত নৃশংস আমি যে, মোহ বশতঃ তাহা আর করিয়া উঠিতে পারি নাই ॥ ৬৮ ॥

সানুমতী।—আহা! কি সুন্দর শেষকালটা হতবিধি বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

বিদূষক।—জেলে কর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ দেওয়া রোহিতমৎস্যের পেটের ভিতর ঢুকিল কি করিয়া? ॥ ৭০ ॥

রাজা।—শচীতীর্থে যখন তোমার সখী পূজা অর্চনা করিতেছিলেন,তখন তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া থাকিবে ॥৭১॥

বিদূষক।—তা হ'তে পারে ॥ ৭২ ॥

সানুমতী।—তাই বল? এই কারণেই পাপ-ভয়ে ভীত হইয়া রাজর্ষি দুষ্মন্ত হতভাগিনী শকুন্তলার পরিণয়-বিষয়ে অত সন্দিহান হইয়াছিলেন। নতুবা, এমন অকপট অনুরাগ আবার একটা প্রমাণ বা স্মারক চিহ্ন না হ'লে মনে পড়বে না, এটা কি সম্ভব? হতেই পারে না। ॥ ৭৩ ॥

রাজা।— উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুলীযকম্। ॥ ৭৪ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) গহীআো ণেণ পন্থা উম্মত্তআণং। ॥ ৭৫ ॥

রাজা।— কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অথবা—অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষযেৎ ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিযা॥ ॥ ৭৬ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) কহং বুহুক্খাএ খাইঅব্বো ক্ষি। ॥ ৭৭ ॥

রাজা।— অকারণ-পরিত্যক্তে! অনুশযতপ্তহৃদযস্তাবদ্ অনুকম্প্যতামযং জনঃ পুনর্দ্দর্শনেন। ॥ ৭৮ ॥

(প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা)

চতুরিকা।— ইঅং চিত্তগআ ভট্টিণী। (চিত্রফলকং দর্শযতি) ॥ ৭৯ ॥

বিদূষকঃ।— সাহু বঅস্স মহুরাবত্থাণদংসণিজ্জো ভাবাণুপ্পবেসো খলই বিঅ মে দিট্ঠি
ণিন্নুণ্ণঅপ্পদেসেসু। ॥ ৮০ ॥

সানুমতী।— অম্মো এসা রাএসিণো ণিউণদা জাণে সহী অগ্গদো মে বট্টই ত্তি। ॥ ৮১ ॥

রাজা।— যদ যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিযতে তৎ তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখযা কিঞ্চিদন্বিতম্॥ ॥ ৮২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—গৃহীতঃ অনেন পন্থাঃ উন্মত্তানাম্ ॥ ৭৫ ॥

কথং বুভুক্ষযা খাদিতব্যঃ অস্মি ॥ ৭৭ ॥

ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিণী ॥ ৭৯ ॥

সাধু বয়স্য! মধুরাবস্থান-দর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু ॥ ৮০ ॥

অম্মো এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা, জানে সখী অগ্রতঃ মে বর্ত্ততে ইতি ॥ ৮১ ॥

অন্বয়।—অয়ি অঙ্গুলীয়ক! তং (সুচিরমনোহরং) বন্ধুর-কোমলাঙ্গুলিং করং বিহায় (ত্বং) কথং অম্ভসি নিমগ্নম্ অসি? অথবা অচেতনং (বস্তু) গুণং ন লক্ষয়েৎ (ইতি সত্যম্), ময়া (সচৈতন্যেন সতা) কস্মাৎ প্রিয়া অবধীরিতা ॥ ৭৭ ॥

চিত্রে যৎ যৎ সাধু (সম্যক্ পরিস্ফুটং) ন স্যাৎ, তৎ তৎ অন্যথা (অন্যপ্রকারঃ) ক্রিয়তে। তথাপি (তথা অন্যথা কৃতে অপি) তস্যাঃ লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিৎ অন্বিতম্ ॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আজ এই অঙ্গুরীকে আমি খুব তিরস্কার করবো ॥ ৭৪ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) আবার দেখছি, রাজা বেচারি পাগলের পথ ধরলো ॥ ৭৫ ॥

রাজা।—হে অঙ্গুরীয়ক! সেই চির-সুন্দর, ঈষদুন্নতানত অঙ্গুলি-শোভিত প্রিয়তমার কর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কি করিয়া তুমি জলে নিমগ্ন হইলে? অথবা তুমি অচেতন, কোন্ বস্তুর কি গুণ, কি মাহাত্ম্য, তাহা তোমার না জান্বারই কথা, কিন্তু আমি এক জন চৈতন্যসম্পন্ন লোক হইয়া কি করিয়া প্রিয়তমাকে উপেক্ষা করিলাম? ॥৭৬॥

বিদূষক।—তাই ত! ক্ষুধায় আমাকে খেয়ে ফেল্লে দেখছি ॥৭৭॥

রাজা।—শকুন্তলে! বিনা কারণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছি, আজ অনুতাপে আমার বুক পুড়িয়া যাইতেছে, দয়া কর, একবার এসে দেখা দিয়ে বাঁচাও ॥ ৭৮ ॥

(পটক্ষেপ না হইতেই আলেখ্য-পট-হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

চতুরিকা।—এই নিন্ মহারাজ! আলেখ্য-লিখিতা রাজ-মহিলা। (চিত্রফলক প্রদর্শন) ॥ ৭৯ ॥

বিদূষক।—বাঃ, উত্তম এঁকেছ বন্ধু, অঙ্গ এমনই সমাবেশ করেছ যে,হৃদয়ের ভাব যেন শকুন্তলার ফুটে বেরুচ্ছে। উঁচু-নীচু জায়গায় আমার চোখ ঠাহরই কর্ত্তে পাচ্ছে না ॥৮০॥

সানুমতী।—বাঃ! রাজর্ষির চিত্রবিদ্যায় কি অদ্ভুত নিপুণতা! আমার মনে হচ্ছে, সখী শকুন্তলা যেন আমার সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছেন ॥ ৮১ ॥

রাজা।—চিত্রে যে যে বিষয় ঠিক আঁকা যায় না, তার একটু আধটু এদিক ওদিক আমাকে কর্ত্তে হয়েছে বটে, তবুও কিন্তু অঙ্কনের দ্বারা প্রিয়ার সৌন্দর্য্য কতকটা ফলাতে পেরেছি বলিয়া বোধ হয় ॥ ৮২ ॥

সানুমতী।— সরিসং এদং পচ্ছাদাবগরুণো সণেহস্স অণবলেবস্স অ। ॥ ৮৩ ॥

বিদূষকঃ।— ভো দাণিং তিণ্ণি তত্তহোদিও দীসন্তি। সব্বাও অ দংসণীআও কদমা এত্থ তত্তহোই সউন্তলা। ॥ ৮৪ ॥

সানুমতী।— অণহিণ্ণো কখু এরিসস্স রূবস্স মোহদিট্ঠী অঅং জণো। ॥ ৮৫ ॥

রাজা।— ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি। ॥ ৮৬ ॥

বিদূষকঃ।— তক্কেমি জা এসা সিঢ়িল-কেস-বন্ধুব্বন্ত-কুসুমেণ কেসন্তেণ উব্ভিন্নসেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং অবসেঅ-সিণিদ্ধতরুণ-পল্লবস্স চূঅ-পাঅবস্স পাসে ইসি পরিস্সন্তা বিঅ আলিহিআ এসা সউন্তলা, ইদরাও সহীও ত্তি ॥ ৮৭ ॥ ॥ ৮৭ ॥

রাজা।— নিপুণো ভবান্। অস্ত্যত্র মে ভাব-চিহ্নম্।

স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।

অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্ণিকোচ্ছ্বাসাৎ॥

চতুরিকে! অর্দ্ধলিখিতমেতদ্বিনোদ-স্থানম্। গচ্ছ বর্ত্তিকাং তাবদ্ আনয়। ॥ ৮৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সদৃশম্ এতৎ পশ্চাত্তাপগুরোঃ স্নেহস্য অনবলেপস্য চ ॥ ৮৩ ॥

ভোঃ ইদানীং তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে। সর্ব্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা ॥ ৮৪ ॥

অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোঘদৃষ্টিরয়ং জনঃ ॥ ৮৫ ॥

তর্কয়ামি যা এষা শিথিল-কেশোদ্বান্ত-কুসুমেন কেশান্তেন উদ্ভিন্ন-স্বেদ-বিন্দুনা বদনেনবিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ অবসেক-স্নিগ্ধ-তরুণ-পল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা, এষা শকুন্তলা, ইতরে সখ্যৌ ইতি ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—রেখাপ্রান্তেষু মলিনঃ স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ দৃশ্যতে। কপোল-পতিতম্ ইদম্ অশ্রু চ বর্ণিকোচ্ছ্বাসাদ্ দৃশ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—এ রকম অনুতাপ বর্দ্ধনশীল স্নেহের মতই বটে! ॥ ৮৩ ॥

বিদূষক।—ওগো ভায়া! এখানে যে তিনটি শ্রীমতীকে দেখছি; উহাদের প্রত্যেকেই "এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ", খুব সুন্দরী। এদের মধ্যে তোমার সেই শকুন্তলাটি কে? ॥ ৮৪ ॥

সানুমতী।—এ লোকটা দেখছি চোখ থেকেও অন্ধ। এই প্রকার রূপের মাহাত্ম্যই এ ব্যক্তি বোঝে না ॥ ৮৫ ॥

রাজা।—তোমার কোন্‌টিকে মনে হয়? ॥ ৮৬ ॥

বিদূষক।—আমার মনে হয়, ঐ যে জলসেচনে কচি কচি পল্লবগুলি কেমন নধর হয়ে উঠেছে, ঐ আমগাছের পাশে দাঁড়িয়ে যেন কত পরিশ্রান্তা, বাহু দু'টি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, সারা মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘামে ছেয়ে গেছে, কবরী খুলে চুলগুলি মুখের উপর এসে এলিয়ে পড়েছে, আর কবরীর ফুলের মালা খ'সে প'ড়ে গেছে, ঐ চিত্রটিই হচ্ছে শকুন্তলার, আর বাকি দুটি দুই সখীর ॥ ৮৭ ॥

রাজা।—খুব নিপুণ বটে! এই ছবিখানিতে আমার মনের অবস্থার অনেকটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দেখ, ছবির ধারের রেখাগুলি যেখানে যেখানে শেষ হয়েছে, তথায় তথায়, আমার ঘর্ম্মাক্ত অঙ্গুলীর স্পর্শ হওয়ায়, কেমন এক একটা চিহ্ন থেকে গেছে। আর যখন ছবি আঁকি, তখন আমার চোখ হ'তে টপ্-টপ্ ক'রে চিত্রিতা শকুন্তলার গণ্ডস্থলে যে যে অশ্রুবিন্দু পড়েছিল, তাহাতে, চিত্রপটের উপরি-ভাগে চিত্র-কার্য্যের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের নিমিত্ত যে প্রথম প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহা কেমন ফেঁপে উঠিয়াছে ॥ ৮৮ ॥

চতুরিকা।— অজ্জ মাঠব্য অবলম্বস্থ চিত্তফলঅং জাব আঅচ্ছামি। ॥ ৮৯ ॥

রাজা।— অহমেব এতদবলম্বে। (যথোক্তং করোতি। নিষ্ক্রান্তা চেটী) ॥ ৯০ ॥

রাজা।— সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্ব্বং চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য জাতঃ সখে। প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ৯১ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) এসো অত্তভবং ণইং অদিক্কামিঅ মঅতিণ্হিআএ সংকন্তো।
(প্রকাশম্) ভো অবরং কিং এত্থ লিহিঅব্বং। ॥ ৯২ ॥

সানুমতী।— জো জো পদেসো সহীএ মে অহিরুবো তং তং আলিহিদুকামো হোউ। ॥ ৯৩ ॥

রাজা।— শ্রূয়তাম্— কার্য্যা সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণ-হরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥ ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য মাঠব্য। অবলম্বস্ব চিত্রফলকং, যাবদ্ আগচ্ছামি॥ ৮৯॥

এষঃ অত্রভবান্ নদীম্ অতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ সংক্রান্তঃ। ভোঃ। অপরম্ কিম্ অত্র লেখিতব্যম্॥ ৯২॥

যঃ যঃ প্রদেশঃ সখ্যাঃ মম অভিরূপঃ তাং তাম্ আলিখিতুকামঃ ভবেৎ॥ ৯৩॥

অন্বয়।—পূর্ব্বং সাক্ষাদ্ উপগতাং প্রিয়াম্ অপহায় (অধুনা) চিত্রার্পিতাম্ ইমাং বহু মন্যমানঃ অহং, সখে। পথি নিকাম-জলাং স্রোতোবহাম্ অতীত্য মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ প্রণয়বান্ জাতঃ॥ ৯১॥

সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা স্রোতোবহা মালিনী কার্য্যা (আলেখ্যা)। তাম্ অভিতঃ নিষণ্ণহরিণাঃ পাবনাঃ গৌরীগুরোঃ (হিমালয়স্য) পাদাঃ (প্রত্যন্তপর্ব্বতাঃ কার্য্যাঃ ইত্যর্থঃ)। শাখা-লম্বিত-বল্কলস্য তরোঃ অধঃ কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে বাম-নয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং নির্ম্মাতুম্ ইচ্ছামি চ॥ ৯৪॥

বঙ্গার্থ।—চতুরিকা।—আর্য্য মাঠব্য। ছবিখানা একটু ধরুন্ না, আমি এখনি ফিরে আসছি॥ ৮৯॥

রাজা।—আমিই ধর্চ্ছি। [ধারণ ও চতুরিকার প্রস্থান॥৯০॥

রাজা।—যখন প্রিয়তমা আপনি এসে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তাকে পরিত্যাগ করেছি, আর এখন সেই প্রিয়তমাকে ছবিতে একটিবার দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি। কত কি ই না কচ্ছি। হায় রে। আমি যেন তৃষিত পান্থবৎ পথিমধ্যে প্রাপ্ত স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীকে এড়াইয়া গিয়া শেষকালে প্রাণনাশিনী মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতেছি॥ ৯১॥

বিদূষক।—(মনে মনে) সত্যিই, রাজা দেখছি, নদী ছাড়াইয়া গিয়া শেষে মৃগ-তৃষ্ণিকার আবর্ত্তে ঘুরিতেছেন। (প্রকাশ্যে) ভাই। আর কি এই পটে লিখবে ব'লে ভেবেছ॥ ৯২॥

সানুমতী।—যে যে স্থান আমার শকুন্তলা বড় ভালবাসতো, বোধ হয়, সেই সেই স্থান চিত্র করবার সাধ হয়েছে॥৯৩॥

রাজা।—তবে শোন, কি কি এখনও আঁকা বাকি। স্রোতস্বিনী মালিনী নদীকে আঁকতে হবে, তার সিকতাময় চড়ায় এমন ভাবে জোড়ায় জোড়ায় হাঁস শুইয়ে রাখতে হবে যে, যেন সহসা চেনা যায় না, বালির সাথে তারা একেবারেই মিশে থাকবে। আর সেই মালিনীর দুই তীরে পার্ব্বতীর পিতা হিমালয়ের ছোট ছোট প্রত্যন্তপর্ব্বত আঁকতে হবে, এবং সেই সকল পাহাড়ের এখানে সেখানে, হরিণের পাল শুয়ে আছে, বসাতে হবে, এবং ঐ মালিনীরই তীরে একটি তরু এবং তাহার ডালে স্নানোত্তীর্ণ ঋষিদের পরিধেয় সিক্ত বাকল শুকাতে দেওয়া ও তাহার তলায় কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে নিঃশঙ্কভাবে বামনয়ন চুলকচ্ছে,—এমন ধারা একটি মৃগীকে আঁকতে হবে॥ ৯৪॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) জহ অহং দেক্‌খামি—পূরিঅব্বং পেণ চিত্তফলঅং লম্বকুচ্চাণং তাবসাণং কঅম্বেহিং। ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— বয়স্য! অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাধনমভিপ্রেতম্, অত্র বিস্মৃতমস্মাভিঃ। ॥ ৯৬ ॥

বিদূষকঃ।— কিং বিঅ। ॥ ৯৭ ॥

সানুমতী।— বণবাসস্‌স সোউমারস্‌স অ জং সরিসং হোহিই। ॥ ৯৮ ॥

রাজা।— কৃতং ন কর্ণার্পিত-বন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ড-বিলম্বি-কেসরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্র-মরীচি-কোমলং মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে॥ ॥ ৯৯ ॥

বিদূষকঃ।— ভো কিন্নু তত্তহোই রত্তকুবলঅসোহিণা অগ্‌গহত্থেণ মুহং ওবারিঅ চইঅচইআ বিঅ ঠিআ। (সাবধানং নিরূপ্য) আঃ এসো দাসীএ পুত্তো কুসুমরসপাড়চ্চরো তত্ত হোইএ বঅণং অহিলঙ্ঘই মহুঅরো। ॥ ১০০ ॥

রাজা।— ননু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ। ॥ ১০১ ॥

বিদূষকঃ।— ভবং এবব অবিণীআণং সাসিআ ইমস্‌স বারণে পহবিস্‌সই। ॥ ১০২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা অহং পশ্যামি, পূরয়িতব্যমনেন চিত্রফলকং লম্বকূর্চ্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ॥৯৫॥

কিমিব॥ ৯৭॥

বনবাসস্য সৌকুমারস্য চ যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি॥ ৯৮॥

ভোঃ কিন্নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়-পল্লব-শোভিনা অগ্র-হস্তেন মুখম্ অপবার্য্য চকিত-চকিতা ইব স্থিতা। আঃ এষঃ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুম-রস-পাটচ্চরঃ তত্রভবত্যাঃ বদনম্ অভিলঙ্ঘতে মধুকরঃ॥ ১০০॥

ভবান্ এব অবিনীতানাং শাসিতা অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি॥ ১০২॥

অন্বয়।—সখে! আগণ্ড-বিলম্বি-কেসরং শিরীষং কর্ণার্পিতবন্ধনং ন কৃতম্, শরচ্চন্দ্র-মরীচি-কোমলং মৃণালসূত্রং স্তনান্তরে ন রচিতং বা (চ)॥ ৯৯॥

বঙ্গার্থ—বিদূষক।—(মনে মনে) যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে, এমন পটখানা লম্বা লম্বা দাড়ি-চুলওয়ালা ঋষিদের পালে ভ'রে ফেলবে মনে হচ্ছে॥ ৯৫॥

রাজা।—বন্ধু! আর যে অলঙ্কার আমার শকুন্তলার বড়ই আদরের, সেটা একদম ভুলে গেছি॥ ৯৬॥

বিদূষক।—কি সেইটা?॥ ৯৭॥

সানুমতী।—বনবাস এবং সখী শকুন্তলার সৌন্দর্য্য, এই উভয়ের পক্ষে যেটা খাটে, তেমন একটা কিছু নিশ্চয়॥ ৯৮॥

রাজা।—সখে! প্রিয়ার কাণে বোঁটাটি গোঁজা আছে, আর কেসরগুলি এসে স্বচ্ছগণ্ডস্থলে লুটোপুটি খাচ্ছে, এমন ভাবে একটি শিরীষ-ফুল আঁকা হয় নি; আর শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় কোমল ভগ্ন মৃণালের সূত্রও প্রিয়ার স্তনদ্বয়ের মাঝখানে ফুটিয়ে তোলা হয় নি। পলার মত ছোট ছোট খণ্ডে মৃণাল ভেঙ্গে গলায় তার হার পরেছে আর সেই ভগ্ন মৃণালের সুতো এসে প্রিয়ার পীনোন্নত স্তনযুগলের মধ্যে পড়েছে, এই সুন্দর দৃশ্যটাও আঁকতে ভুল হয়েছে রে ভাই॥ ৯৯॥

বিদূষক।—ও কি মহারাজ! বকুলের লাল পল্লবের মতন টক্‌টকে হাতের ডগা দিয়ে মুখ ঢেকে অমন চমকিতভাবে শকুন্তলা ঠাকুরাণী দাঁড়িয়ে কেন? বটে! এই দাসীর বাচ্চা ভ্রমর, ফুলের মধু চুরি ক'রে পান করা যার ব্যবসায়, সে দেখছি, ঠাকুরাণীর মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে॥ ১০০॥

রাজা।—সখে! এই বর্ব্বরকে থামাও ত॥ ১০১॥

বিদূষক।—ভাই, যারা ও রকম অবিনীত, তুমিই ত তাদের শাসনকর্ত্তা, সুতরাং ও কাজটা তুমিই কর॥ ১০২॥

রাজা।— যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুসুম-লতাপ্রিয়াতিথে। কিমত্র পরিপতনখেদম্ অনুভবসি—

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু বিনা ত্বয়া পিবতি ॥ ॥ ১০৩ ॥

সানুমতী।— অজ্জ! অহিজাঅং কৃথু এসো বারিদো ॥ ১০৪ ॥

বিদূষকঃ।— পডিসিদ্ধা বি বামা এসা জাদী। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— এবং ভোঃ, ন মে শাসনে তিষ্ঠসি। শ্রূয়তাং তর্হি—সম্প্রতি,—

অক্লিষ্ট-বাল-তরু-পল্লব-লোভনীয়ং পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর! প্রিয়ায়াঃ ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥ ॥ ১০৬ ॥

বিদূষকঃ।— এববং তিক্খণদণ্ডস্স কিং ণ ভাইস্সই। (প্রহস্য আত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো। অহং বি এদস্স সংগেণ এরিস-বণ্ণো বিঅ সংবুত্তো। (প্রকাশম্) ভো চিত্তং কৃথু এদং। ॥ ১০৭ ॥

রাজা।— কথং চিত্রম্? ॥ ১০৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! অভিজাতং খলু এষ বারিতঃ ॥ ১০৪ ॥

প্রতিষিদ্ধা অপি বামা এষা জাতিঃ ॥ ১০৫ ॥

এবং তীক্ষ্ণদণ্ডাৎ কথং ন ভেষ্যতি। এষঃ তাবৎ উন্মত্তঃ। অহমপি এতস্য সঙ্গেন ঈদৃশ-বর্ণঃ ইব সংবৃত্তঃ। ভোঃ চিত্রং খলু এতৎ ॥ ১০৭ ॥

অন্বয়।—এষা কুসুমনিষণ্ণা অনুরক্তা মধুকরী তৃষিতা অপি সতী ভবন্তং প্রতিপালয়তি ত্বয়া বিনা মধু ন পিবতি খলু ॥ ১০৩ ॥

অয়ি ভ্রমর! অক্লিষ্টবালতরুপল্লব-লোভনীয়ং প্রিয়ায়া (যৎ) বিম্বাধরঃ রতোৎসবেষু ময়া সদয়ম্ এব পীতম্, (তং বিম্বাধরং ত্বং) যদি স্পৃশসি, (তর্হি) ত্বাং কমলোদর-বন্ধনস্থং কারয়ামি ॥ ১০৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ঠিক। বলি ওহে কুসুমিত-লতাবলীর অন্তরঙ্গ, যখন খেয়াল চাপে, তখনই ত যারা কুসুমিতা, তাদের কাছে গিয়ে অতিথি হও, সুতরাং আবার এখানে আমার সখীর গায়ে পড়িবার জন্য বৃথা শ্রম করিতেছ কেন? এই যে অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া তোমার অনুরাগিণী ভ্রমরী গিয়া ফুলের উপর পড়িয়া তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া সে একা একা মধু পান করিতেছে না, উহার দিকে যাও না ॥ ১০৩ ॥

সানুমতী।—আর্য্য! খুব সুন্দরভাবে বারণ কলে ত? ॥ ১০৪ ॥

বিদূষক।—দেখ বন্ধু, এই যে ভ্রমর জাতিটা, ওরা কখনও কারো বারণ মানে না। ও জাতির ধরণই আলাহিদা ॥ ১০৫ ॥

রাজা।—সত্য না কি ভ্রমর! আমার আদেশ মানবে না? যদি না মানো, তবে শোন,—দেখ্ যদি তুমি আমার প্রিয়তমার বিম্বাধর স্পর্শ কর, তবে তোমাকে আমি কমলিনীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখবো, টের পাবে তখন। জানো কি তুমি, প্রেয়সীর ঐ অধর আমার কত যত্নের, কত সুখ-স্মৃতির! তরুণ তরুর নবোদ্গত নবর পল্লব, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও ছোঁয় নি, তাহারই মত স্পৃহণীয় ঐ অধর, আমাদের মিলন-মহোৎসবেও কত সন্তর্পণে, কত সাবধানে আমি ঐ অধরসুধা পান করিয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও প্রাণ ভরিয়া তৃষ্ণা মিটাই নাই, আর আজ তুমি চাও তাহাকে উপভোগ করতে? ॥ ১০৬ ॥

বিদূষক।—উঃ, এত ভীষণ কঠিন দণ্ড দেবে? তবে তোমাকে ভয় না কর্বে কেন? (হেসে মনে মনে) রাজাটি ত দেখছি পাগল হলো, কেন না, সেই রকমই বকছে। আমিও এর সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকতে সুরু কর্লুম, সুতরাং আমারও বড় বেশী দেরি নাই। (প্রকাশ্যে) ওগো মহাশয়, তোমার হলো কি? এ যে ছবি, ছবি, সত্যি নয় ॥ ১০৭ ॥

রাজা।—কি বল্লে? চিত্র? ॥ ১০৮ ॥

সানুমতী।— অহং বি দাণিং অবগআত্থা কিং উণ জহালিহিদাণুভাবী এসো। ॥ ১০৯ ॥

রাজা।— বয়স্য! কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরভাগ্যম্।—

দর্শন-সুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥

(বাষ্পং বিহরতি)। ॥ ১০৯-ক ॥

সানুমতী।— পুব্বাবরবিরোহী অপুব্বো এসো বিরহমগ্গো। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— বয়স্য! কথমেবমবিশ্রান্তং দুঃখমনুভবামি—

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি॥ ॥ ১১১ ॥

সানুমতী।— সর্ব্বহা পমজ্জিঅং তুএ পচ্চাদেসদুক্খং সউন্তলাএ। ॥ ১১২ ॥

(প্রবিশ্য)

চতুরিকা।— জেদু ভট্টা। বট্টিআ-করণ্ডঅং গেণ্হিঅ ইদোমুখং পত্থিঅম্হি। ॥ ১১৩ ॥

প্রাকৃতভাষানুবাদ।—অহমপি ইদানীং অবগতার্থা—কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ॥ ১০৯॥

পূর্ব্বাপরবিরোধী অপূর্ব্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ॥ ১১০॥

সর্ব্বথা প্রমৃষ্টং ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং শকুন্তলায়াঃ॥ ১১২॥

জয়তু ভর্ত্তা। বর্ত্তিকাকরণ্ডকং গৃহীত্বা ইতোমুখং প্রস্থিতা অস্মি॥ ১১৩॥

অন্বয়।—তন্ময়েন হৃদয়েন সাক্ষাৎ ইব দর্শন-সুখম্ অনুভবতঃ মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া কান্তা পুনঃ অপি চিত্রীকৃতা॥ ১০৯-ক॥

প্রজাগরাৎ স্বপ্নে (অপি) তস্যাঃ সমাগমঃ খিলীভূতঃ। বাষ্পঃ তু চিত্রগতাম্ অপি এনাং দ্রষ্টুং ন দদাতি॥ ১১১॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—আমিও ত ভাবছিলুম যে, এ বুঝি সত্যি শকুন্তলা; আমারই যখন এই দশা, তখন চিত্রিত মূর্ত্তি-দর্শনে একেবারে শকুন্তলাময় রাজার যে অমন বাস্তব জ্ঞান হবে, ইহা সত্যই শকুন্তলা, এই ধারণা জন্মিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?॥ ১০৯॥

রাজা।—বয়স্য, কর্ল্লে কি সর্ব্বনাশ আমার? একেবারে প্রেয়সীময় হৃদয় হইয়া আমি এতক্ষণ চিত্রগতা শকুন্তলাকে সত্য শকুন্তলা জ্ঞানে দেখিয়া কত সুখ পাইতেছিলাম; আর তুমি কি না, "ইহা সত্য নহে, ছবি" বলিয়া মনে করাইয়া দিয়া, আমার প্রিয়তমাকে সত্যই ছবি বানাইয়া দিলে? আমি মিথ্যাকে সত্য ভাবিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিতেছিলাম, আর তুমি সেই মিথ্যাভূত সত্যকে প্রকৃত মিথ্যা বুঝাইয়া দিয়া আমার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলে? মোহই যে আমার সুখের ছিল। (কাঁদিতে লাগিলেন)॥ ১০৯-ক॥

সানুমতী।—বাঃ! এই বিরহ-ব্যাপারটা কি অপূর্ব্ব! প্রথমতঃ চিত্রকে চিত্রজ্ঞানে, কত কথা, শেষে দেখিতে দেখিতে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়া সেই চিত্রকেই সত্য জ্ঞানে কত কথা, পরে আবার ভুল ভাঙ্গার পর, সেই চিত্রকেই চিত্রজ্ঞানে কত দুঃখ! এ বিরহের আদ্যন্তই মনোহর॥ ১১০॥

রাজা।—ভাই! কি করিয়া বল ত, অনবরত এত দুঃখ সহ্য করি? অনিদ্রা নিবন্ধন রাত্রিতে স্বপ্নে যে একটু দেখবো, সে পথ বন্ধ, ছবি দেখারও যো-ও নাই, ছবির দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই চোখ জলে ভরিয়া যায়। এখন করি কি?॥ ১১১॥

সানুমতী।—রাজন্! শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া যত দুঃখ দিয়াছিলে, আজ তাহার সে সমস্ত তুমিই দূর কর্ল্লে॥ ১১২॥

চতুরিকা।—মহারাজের জয় হোক্। রং, তুলি প্রভৃতির ঝাঁপি নিয়ে এই দিকে আসছিলুম॥ ১১৩॥

রাজা।— কিঞ্চ। ॥ ১১৪ ॥

চতুবিকা।— সো মে হথাদো অন্তবা তবলিআতুদিআএ দেইএ বসুমদীএ অহং এব্ব অজ্জউত্তস্স উবণইস্সং ত্তি সবলক্কাবং গহিদো। ॥ ১১৫ ॥

বিদূষকঃ।— দিট্ঠিআ তুমং মুক্কা। ॥ ১১৬ ॥

চতুবিকা।—জাব দেইএ বিডবলগ্‌গং উত্তবীঅং তবলিআ মোচেই তাব মএ নিব্বাহিদো অত্তা ॥ ১১৭ ॥

রাজা।— বযস্য। উপস্থিতা দেবী বহুমান-গর্ব্বিতা চ। ভবানিমাং প্রতিকৃতিং বক্ষতু ॥ ১১৮ ॥

বিদূষকঃ।— অত্তানং ত্তি ভণাহি। (চিত্রফলকমাদায উথায চ) জই ভবং অন্তেউবকালকূডাদো মুঞ্চীঅই, তদো মং মেহপ্‌পডিচ্ছন্দে পাসাদে সদ্দাবেহি। [দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১১৯ ॥

সানুমতী। অণ্ণসংকন্তহিঅঅো বি পঢম-সংভাবণং অবেক্‌খই। সিঢিল-সোহদো দাণিং এসো ॥ ১২০ ॥

(প্রবিশ্য পত্রহস্তা)

প্রতীহারী।—জেদু দেবো। ॥ ১২১ ॥

রাজা।— বেত্রবতি! ন খলু অন্তবা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী। ॥ ১২২ ॥

প্রতীহাবী।—অথইং। পত্তহত্থং মাং দেক্‌খিঅ পডিণিউত্তা। ॥ ১২৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—স মে হস্তাদ্ অন্তরা তরলিকা-দ্বিতীয়য়া দেব্যা বসুমত্যা অহম্ এব আর্য্যপুত্রস্য উপনেষ্যামি ইতি সবলাৎকারং গৃহীতঃ ॥ ১১৫ ॥

দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা ॥ ১১৬ ॥

যাবৎ দেব্যা বিটপলগ্নম্ উত্তরীয়ং তরলিকা মোচয়তি, তাবৎ ময়া নির্ব্বাহিতঃ আত্মা ॥ ১১৭ ॥

আত্মানম্ ইতি ভণ। যদি ভবান্ অন্তঃপুরকাল-কূটাৎ মুচ্যতে ততঃ মাং মেঘপ্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দায়স্ব ॥ ১ ॥

অন্যসংক্রান্ত-হৃদয়ঃ অপি প্রথম-সম্ভাবনাম্ অপেক্ষতে। শিথিলসৌহৃদঃ ইদানীম্ এষঃ ॥ ১২০ ॥

জয়তু দেবঃ ॥ ১২১ ॥

অথ কিম্। পত্র-হস্তাং মাং দৃষ্ট্বা প্রতিনিবৃত্তা ॥ ১২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—কি রকম? তার পর? ॥ ১১৪ ॥

চতুরিকা।—আস্‌তে আস্‌তে পথের মাঝখানে তরলিকাকে লইয়া দেবী বসুমতী আসিয়া উপস্থিত এবং "আমিই আর্য্যপুত্রকে দেবো এখন" ব'লে সবলে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন ॥ ১১৫ ॥

বিদূষক।—যা হোক, তুমি ত বেঁচে গেছ ॥ ১১৬ ॥

চতুরিকা।—এর মধ্যে দেবীর গায়ের চাদরখানা একটা গাছের ডালে জড়িয়ে গেল এবং তরলিকা যেমন ছাড়াতে লাগলো, আমিও অমনিই পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর্ল্লুম ॥ ১১৭ ॥

রাজা।—বয়স্য! পাটরাণী এসে উপস্থিতপ্রায়। তিনি বড় অভিমানিনী, আমার কিন্তু ভাই ভয় হচ্ছে। তুমি এই ছবিখানা রাখো। দেখলে আর নিস্তার নাই ॥ ১১৮ ॥

বিদূষক।—শুধুই ছবিখানা? তোমাকেও রাখতে হবে—বল। (ছবি লইয়া উথান), অন্তঃপুরবাসিনীদের হাতে পড়া মানে ফণিনীর মুখে পড়া, যদি তার থেকে এ যাত্রা রেহাই পাও, তা হ'লে ঐ আকাশভেদী "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ" নামক প্রাসাদে আমাকে ডেকো। আমি তথায় রইলুম ॥ ১১৯ ॥

সানুমতী।—প্রথম বয়সের প্রণয় কি না, তাই রাজার অন্যের প্রতি আসক্ত হলেও পাটরাণীর উপর সেই প্রথমকার অনুরাগ এখনও কতকটা মানিয়া চলিতে হয়। তবুও কিন্তু পূর্ব্বের সে টান যে এখন খানিক কমেছে, তাতে সন্দেহ নাই ॥ ১২০ ॥

(পত্র হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মহারাজের জয় হউক ॥ ১২১ ॥

রাজা।—বেত্রবতি! তুমি আস্‌তে আস্‌তে পথে মহারাণীকে দেখলে কি? ॥ ১২২ ॥

প্রতীহারী।—হাঁ মহারাজ! আমি পত্র নিয়ে আসছি, দেখে ফিরে গেলেন ॥ ১২৩ ॥

রাজা।— কার্য্যজ্ঞা কার্য্যোপরোধং মে পরিহরতি। ॥ ১২৪ ॥

প্রতিহারী।—দেঅ! অমচ্চো বিণ্ণবেই—অত্থজাদস্‌স গণণাবহুলদাএ একং এবব পোরকজ্জং অবেক্‌খিদং, তং দেওো পত্তারূঢ়ং পচ্চক্‌খীকরউ। ॥ ১২৫ ॥

রাজা।— ইতঃ পত্রিকাং দর্শয়। (প্রতীহারী উপনয়তি) ॥ ১২৬ ॥

রাজা।— (অনুবাচ্য) কথং সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্রো নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী! রাজগামী তস্য অর্থ-সঞ্চয়ঃ ইত্যেতদমাত্যেন লিখিতম্। কষ্টং খলু অনপত্যতা। বেত্রবতি! বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্। বিচার্য্যতাম্—যদি কাচিদাপন্ন-সত্ত্বা তস্য ভার্য্যাসু স্যাৎ। ॥ ১২৭ ॥

প্রতীহারী।—দেঅ! দাণিং এবব সাকেদস্‌স সেট্‌ঠিণো দুহিআ নিব্বুত্ত-পুংসবণা জায়া সে সুণীঅই ॥ ১২৮ ॥

রাজা।— ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্‌থম্ অর্হতি। গচ্ছ—এবমমাত্যং ব্রূহি। ॥ ১২৯ ॥

প্রতীহারী।—জং দেওো আণবেই। [প্রস্থিতা ॥ ১৩০ ॥

রাজা।— এহি তাবৎ। ॥ ১৩১ ॥

প্রতীহারী।—ইঅম্হি। ॥ ১৩২ ॥

রাজা।—কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি—যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥ ॥ ১৩৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দেব! অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি—অর্থজাতস্য গণনাবহুলতয়া একম্ এব পৌরকার্য্যম্ অবেক্ষিতং, তৎ দেবঃ পত্রারূঢ়ং প্রত্যক্ষীকরোতু ॥ ১২৫ ॥

দেব! ইদানীম্ এব সাকেতস্য শ্রেষ্ঠিনঃ দুহিতা নির্ব্বৃত্ত-পুংসবনা জায়া অস্য শ্রূয়তে ॥ ১২৮ ॥

যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ১৩০ ॥

ইয়মস্মি ॥ ১৩২ ॥

অন্বয়।—প্রজাঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন বন্ধুনা বিযুজ্যন্তে পাপাৎ ঋতে তাসাং সঃ সঃ (বন্ধুঃ) দুষ্যন্তঃ—ইতি ঘুষ্যতাম্ (পটহাদি-বাদ্যপুরঃসরং প্রখ্যাপ্যতাম্) ॥ ১৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা বটে। রাণী নিজে কাজের মূল্য বোঝেন,তাই আমার কাজেও বাধা জন্মান না ॥ ১২৪ ॥

প্রতীহারী।—দেব! মন্ত্রী মহাশয় ব'লে পাঠিয়েছেন যে, অনেক রাজস্ব এসে পড়েছে, তাই হিসাব ক'রে নিতেই দিনটা প্রায় কেটে গেল, সুতরাং একটিমাত্র রাজকার্য্য, অর্থাৎ প্রজা-সংক্রান্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পত্রে লিখিয়া মহারাজের নিকট পাঠান যাচ্ছে, দেখিয়া কর্ত্তব্য উপদেশ করুন ॥ ১২৫ ॥

রাজা।—দেখি,পত্রখানা দাও ত। (প্রতীহারীর পত্রার্পণ)॥১২৬

রাজা।—(পড়িতেছেন) কি? বাণিজ্যের নিমিত্ত সাগরে গমনাগমনকারী ধনমিত্র নামক বণিক নৌকা-ডুবিতে মারা গেছেন? ছেলে-পিলে নাই দুর্ভাগ্যের? তাঁর ধন-দৌলত রাজার প্রাপ্য? এই কথা মন্ত্রী মহাশয় লিখেছেন? আহা! নিঃসন্তান হওয়া কি পরিতাপের বিষয়! বেত্রবতি! অত অর্থের মালিক ধনমিত্র, নিশ্চয় তাঁর আরও অনেক পত্নী আছে। দেখতে হবে, তার ভিতর যদি কোনটি গর্ভবতী থাকেন ॥ ১২৭ ॥

প্রতীহারী।—দেব! এই সম্প্রতি অযোধ্যানগরনিবাসী এক জন বণিকশ্রেষ্ঠের কন্যার পুংসবন-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে, সে না কি ঐ ধনমিত্রেরই পত্নী ॥ ১২৮ ॥

রাজা।—বটে! তা হ'লে ত সেই পাবে। গর্ভস্থ অপত্যই পিতার সম্পত্তি পায়,এই কথা তুমি আমাত্যকে গিয়ে বল ॥১২৯॥

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ (প্রস্থান) ॥ ১৩০ ॥

রাজা।—যেও না, এই দিকে এসো ॥ ১৩১ ॥

প্রতীহারী।—এই এসেছি মহারাজ ॥ ১৩২ ॥

রাজা।—সন্তান থাকুক আর নাই থাকুক, কি প্রয়োজন ও কথায়? তুমি নগরে গিয়ে ঘোষণা ক'রে দাও যে,আমার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে কেহ যে কোন অন্তরঙ্গহারা হইবে, যদি সেই ব্যক্তি পাপী না হয়, তবে আজ থেকে, তার সেই অন্তরঙ্গের ...

প্রতীহারী।—এববং ণাম ঘোসইদববং। (নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য) কালে পবুট্টং বিঅ অহিণন্দিঅং দেঅস্স সাসণং। ॥ ১৩৪ ॥

রাজা।— (দীর্ঘম্ উষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততি-চ্ছেদ-নিরবলম্বানাং কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তি। মমাপায়ে পুরুবংশ-শ্রীঃ অকালে ইব উপ্ত-বীজা ভূরেবং বৃত্তা। ॥ ১৩৫ ॥

প্রতীহারী।—পডিহঅং অমঙ্গলং। ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।— ধিঙ্ মামুপস্থিতশ্রেয়োঽবমানিনম্। ॥ ১৩৭ ॥

সানুমতী।— অসংসঅং সহিং এব্ব হিঅএ করিঅ নিন্দিদো ণেণ অপ্পা। ॥ ১৩৮ ॥

রাজা।—

সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্ম্মপত্নী ত্যক্তা ময়া নাম কুল-প্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায় বসুন্ধরা কাল ইবোপ্ত-বীজা॥ ॥ ১৩৯ ॥

সানুমতী।—অপডিচ্ছিণ্ণা দাণিং দে সন্তই হোহিই। ॥ ১৪০ ॥

চতুরিকা।—(জনান্তিকম্) অএ ইমিণা সত্থবাহবুত্তন্তেণ দিউণুব্বেঅো ভট্টা। ণং অস্সাসিউং মেহ-পডিচ্ছন্দাদো অজ্জং মাঠব্বং গেণ্হিঅ আঅচ্ছেহি। ॥ ১৪১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্? কালে প্রবৃষ্টম্ ইব অভিনন্দিতং দেবস্য শাসনম্॥ ১৩৪ ॥

প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্॥ ১৩৬ ॥

অসংশয়ং সখীমেব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতঃ অনেন আত্মা॥ ১৩৮॥

অপবিচ্ছিন্না ইদানীং তে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি॥ ১৪০ ॥

অয়ে! অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন দ্বিগুণোদ্বেগঃ ভর্ত্তা। এনম্ আশ্বাসয়িতুম্ মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ আর্য্যং মাঠব্যং গৃহীত্বা আগচ্ছ॥ ১৪১ ॥

অন্বয়।—কালে উপ্ত-বীজা বসুন্ধরা ইব মহতে ফলায় কল্পিষ্যমাণা ধর্ম্মপত্নী, আত্মনি সংরোপিতে অপি ময়া ত্যক্তা নাম॥ ১৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—এই সংবাদ প্রচার করিতে হইবে? বড়ই সুখের বিষয়। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) যথাকালে বর্ষণের ন্যায় মহারাজের এই ঘোষণায় সকলেই একান্ত আনন্দিত হইয়াছে॥ ১৩৪ ॥

রাজা।—(দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া) হায় রে। বংশ-লোপের দ্বারা অবলম্বন-রহিত কুলের শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর, এই ভাবেই ধন-সম্পত্তি অপর ব্যক্তির করগত হয়! আমার মৃত্যুর পরও কুরুবংশের রাজলক্ষ্মী, অসময়ে বীজ-বপনে নিষ্ফলা ভূমির ন্যায় বিফল এবং নিরাশ্রয় হইয়া অপরের হাতে গিয়া পড়িবে॥ ১৩৫ ॥

প্রতীহারী।—ষাট। ও কি কথা? আপদ্-বালাই দূর হোক্॥ ১৩৬ ॥

রাজা।—হায়। লক্ষ্মী স্বয়ং এসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর আমি সেই হাতের লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়েছি, ধিক্ আমাকে, শত ধিক্॥ ১৩৭ ॥

সানুমতী।—নিশ্চয় আমার সখীকে লক্ষ্য করেই রাজা এইরূপ আত্মনিন্দা করিতেছেন॥ ১৩৮ ॥

রাজা।—যথাসময়ে বীজবপন করিলে, ধরণী যেমন প্রচুর শস্যশালিনী হন, তদ্রূপ আমার নিজের আত্মা যথাকালে গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় অচিরকালমধ্যেই যে অপত্য-রত্নের সম্ভাবনা ছিল, সেই রত্নগর্ভা সহধর্ম্মচারিণী শকুন্তলাকে আমি তাড়াইয়া দিয়াছি, ধিক্ আমাকে! আমার কুলের নাম যে রাখিত, তাহাকে হতভাগ্য আমি হেলায় হারাইয়াছি॥ ১৩৯ ॥

সানুমতী।—তা কেন হবে? তোমার সন্তানবিচ্ছেদ কদাচ ঘটিবে না॥ ১৪০ ॥

চতুরিকা।—(জনান্তিকে) তাই ত! এই নিঃসন্তান বণিকের বৃত্তান্তে মহারাজের উদ্বেগ, দেখিতেছি, দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। যাও, মেঘপ্রতিচ্ছন্দগৃহ হইতে বিদূষককে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি এলে রাজাকে কতকটা আনমনা কর্ত্তে পার্ব্বেন এখন॥ ১৪১ ॥

প্রতীহারী।—সুষ্ঠু ভণাসি। ॥ ১৪২ ॥

রাজা।— অহো দুষ্যন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজঃ, কুতঃ—

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি-সম্ভৃতানি কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।
নূনং প্রসূতি-বিকলেন ময়া প্রসিক্তং ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥

(মোহমুপগতঃ) ॥ ১৪৩ ॥

চতুরিকা।—(সসম্ভ্রমম্ অবলম্ব্য) সমস্সসউ ভট্টা। ॥ ১৪৪ ॥

সানুমতী।—হদ্ধী হদ্ধী! সদি ক্খু দীবে ববহাণদোসেণ এসো অন্ধআরদোখং অণুহোই। অহং দাণিং এব্ব নিব্বুঅং করেমি। অহবা সুদং মএ সউন্তলং সমস্সাসঅন্তীএ মহেন্দজণণীএ মুহাদো জণ্ণভাওস্সুআ দেবা এব্ব তহ অণুচিট্ঠিস্সন্তি, জহ অইরেণ ধম্মপইণিং ভট্টা অহিণন্দিস্সই ত্তি। তা ণ জুত্তং কালং পড়িপালিউং জাব ইমিণা বুত্তন্তেণ পিঅসহিং সমস্সাসেমি। [উদ্‌ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৪৫

প্রাকৃতানুবাদ।—সুষ্ঠু ভণসি ॥ ১৪২ ॥

সমাশ্বসিতু ভর্ত্তা ॥ ১৪৪ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্! সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণ এষঃ অন্ধকারদোষম্ অনুভবতি। অহম্ ইদানীম্ এব নির্বৃতং করোমি। অথবা শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যাঃ মহেন্দ্রজনন্যাঃ মুখাৎ যজ্ঞভাগোৎসুকাঃ দেবাঃ এব তথা অনুষ্ঠাস্যন্তি যথা অচিরেণ ধর্ম্মপত্নীং ভর্ত্তা অভিনন্দিষ্যতি ইতি। তৎ ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুং, যাবদনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি ॥ ১৪৫ ॥

অন্বয়।—অস্মাৎ পরং যথাশ্রুতি-সম্ভৃতানি (অনুষ্ঠিতানি) নিবপনানি (পিণ্ডোদকক্রিয়ারূপাণি পিতৃভ্যঃ দেয়ানি) নঃ (অস্মাকং) কুলে কঃ (দুষ্যন্তাৎ পরম্ অপরঃ) নিযচ্ছতি (দদাতি) ইতি (এবং সন্দিহ্য) নূনং পিতরঃ প্রসূতি বিকলেন (সন্ততি-রহিতেন) ময়া প্রসিক্তং (দত্তং) ধৌতাশ্রু-শেষং (তর্পণ-সলিলস্য কিয়তা অংশেন অশ্রুসিক্তং হস্তং প্রক্ষাল্য অবশিষ্টমিত্যর্থঃ) পিবন্তি (উপভুঞ্জতে) ॥ ১৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—ভালো কথা বলেছ, তাই যাই ॥ ১৪২ ॥

রাজা।—হায়! হায়! দুষ্যন্তের প্রদেয় পিণ্ডার্থী পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডপ্রাপ্তি-বিষয়ে ঘোর সন্দিহান হইয়াছেন নিশ্চয়। এই নিঃসন্তান দুষ্যন্তের তিরোধানের পর, আমাদের উদ্দেশে, অস্মদ্‌বংশের কে আর বৈদিক বিধি অনুসারে পিণ্ড, উদক প্রভৃতি দান করিবে, কেহই ত রহিবে না, নিশ্চয় এই সংশয়বিষে জর্জ্জর হইয়া, আমার পিতৃপুরুষগণ, অপুত্রক আমি, আমার প্রদত্ত তর্পণ সজল-নয়নে পান করিবেন। নিরন্তর অশ্রুক্ষালনে তাঁহাদের করও অশ্রুময় হইয়া পড়িবে, আর তাঁহারা মৎপ্রদত্ত তর্পণ-জলের কিয়দংশের দ্বারা সেই অশ্রুদিগ্ধ কর প্রক্ষালন পূর্ব্বক, অবশিষ্ট যেটুকু থাকবে, সেইটুকুই পান করবেন। উঃ! (মূর্চ্ছা) ॥ ১৪৩ ॥

চতুরিকা।—(তাড়াতাড়ি মূর্চ্ছিত রাজাকে ধরিয়া) আশ্বস্ত হউন স্বামী ॥ ১৪৪ ॥

সানুমতী।—হায়! হায়! প্রদীপ জ্বলছে, তবুও শুধু একটা আবরণের দোষে রাজা অন্ধকারে কষ্ট পাচ্ছেন। আমি এখনই ইঁহাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। অথবা—থাক। বিচ্ছেদ-কাতরা শকুন্তলাকে সে দিন যখন মহেন্দ্র-জননী প্রবোধ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর মুখ হতেই শুনেছিলাম যে, রাজা যাগযজ্ঞ বন্ধ করিয়া রাত-দিন শকুন্তলার দুঃখে ডুবে আছেন, তাই যজ্ঞভাগের নিমিত্ত উৎসুক দেবগণ সত্বরই এমন একটা ব্যবস্থা করবেন, যাহাতে অতি সত্বর রাজা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে আদর ক'রে গছিয়া লইবেন। সুতরাং আর কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে, যাই,—রাজার এই বিরহ-কাতর অবস্থার বিষয় জানাইয়া প্রিয়-সখীকে সান্ত্বনা করি গিয়া। (সনৃত্যে আকাশপথে প্রস্থান) ॥ ১৪৫॥

(নেপথ্যে) অব্বম্হণ্ণং। ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।— (প্রত্যাগতঃ কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে মাধবস্য এব আর্ত্তস্বরঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ। ॥ ১৪৭ ॥

(প্রবিশ্য সসম্ভ্রমম্)

প্রতীহারী।—পরিত্তাঅউ দেবো সংসঅগতং বঅস্সং। ॥ ১৪৮ ॥

রাজা।— কেন আত্ত-গন্ধো মাণবকঃ। ॥ ১৪৯ ॥

প্রতীহারী।—অদিট্ঠরুবেণ কেণ বি সত্তেণ অদিক্কমিঅ মেহপ্পডিচ্ছন্দস্স পাসাদস্স অগ্গভূমিং আরোবিদো। ॥ ১৫০ ॥

রাজা।— (উত্থায) মা তাবৎ। মমাপি সত্ত্বৈঃ অভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা—
অহন্যহন্যাত্মনঃ এব তাবৎ জ্ঞাতুং প্রমাদস্খলিতং ন শক্যম্।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রযাতীত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ॥ ॥ ১৫১ ॥

(নেপথ্যে) ভো বঅস্স। অবিহা অবিহা। ॥ ১৫২ ॥

রাজা।— (গতিভেদেন পবিক্রামন্) সখে! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। ॥ ১৫৩ ॥

(নেপথ্যে পুনস্তদেব পঠিত্বা) কহং ণ ভাইস্সং। এস মং কো বি পচ্চবণঅ-সিরোহরং উক্খুং বিঅ তিভঙ্গং করেই। ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।— (সদৃষ্টি-ক্ষেপম্) ধনুস্তাবৎ। ॥ ১৫৫ ॥

যবনিকা।— (প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা) ভট্টা এদং হত্থাবাপ-সহিঅং সরাসণং। (রাজা সশরং ধনুরাদত্তে) ॥ ১৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অব্রহ্মণ্যম্ ॥ ১৪৬ ॥

পরিত্রায়তাং দেবঃ সংশয়গতং বয়স্যম্ ॥ ১৪৮ ॥

অদৃষ্টরূপেণ কেন অপি সত্ত্বেন অতিক্রম্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্য অগ্রভূমিম্ আরোপিতঃ ॥ ১৫০ ॥

ভোঃ বয়স্য! অবিহা অবিহা ॥ ১৫২ ॥

কথং ন ভেষ্যামি। এষঃ মাং কঃ অপি প্রত্যবনত-শিরোধরম্ ইক্ষুম্ ইব ত্রিভঙ্গং করোতি ॥ ১৫৪ ॥

ভর্ত্তঃ! এতৎ হস্তাবাপ-সহিতং শরাসনম্ ॥ ১৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে) আমি অবধ্য, আমি অবধ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমায় বাঁচাও গো ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।—(সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক কাণ পাতিয়া শুনিয়া) এ কি! বয়স্য বিদূষকের কাতর কণ্ঠ যেন? কে আছ গো এখানে? ॥ ১৪৭ ॥

প্রতীহারী। (তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া) দেব! বয়স্যের প্রাণ গতপ্রায়, রক্ষা করুন ॥ ১৪৮ ॥

রাজা।—আহা,গরীব ব্রাহ্মণকে কে আক্রমণ করিল? ॥১৪৯॥

প্রতীহারী।—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কি রকম একটা অরূপ দানব এসে বিদূষককে পেড়ে ফেলে একেবারে মেঘপ্রতিচ্ছন্দগৃহের চূড়ায় নিয়ে উঠিয়েছে ॥ ১৫০ ॥

রাজা। সে কি? তা' হতে দেবো না। আমার গৃহেও ভূতের উপদ্রব? অথবা—প্রতি মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে নিজেই হয় ত কত অকার্য্য করিতেছি, কিছুই বুঝিতেছি না, আর আমার অসংখ্য প্রজাদের মধ্যে কখন্ কে কোন্ গর্হিত পথে যাচ্ছে, তাহা কে জান্‌বে বল? প্রজার পাপও ত রাজাকেই ভুগ্‌তে হয় ॥ ১৫১ ॥

(নেপথ্যে)।—ওগো বন্ধু, গেলাম, গেলাম ॥ ১৫২ ॥

রাজা।—(উদ্ধত এবং ত্বরিতচরণে চলিতে চলিতে) সখে! ভয় নাই, ভয় নাই ॥ ১৫৩ ॥

(নেপথ্যে, পুনরায় পূর্ব্বোক্তি এবং) কেন ভয় করবো না? এই যে কে যেন আমার ঘাড়টা নীচের দিকে মুচড়ে ধ'রে, আকের মত মড় মড ক'রে ত্রিভঙ্গভাবে ভেঙ্গে ফেল্‌ছে ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।—(নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) আমার ধনুক কৈ? ॥ ১৫৫ ॥

যবনী বালিকা।—(ধনুক হাতে প্রবেশ পূর্ব্বক) প্রভো! হস্তাবরণ এবং ধনুক নিন্। (রাজার ধনুক গ্রহণ) ॥ ১৫৬ ॥

(নেপথ্যে) এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দ্দূলঃ পশুমিব হন্মি বিচেষ্টমানম্।
আর্ত্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্॥ ॥ ১৫৭ ॥

রাজা।— (সরোষম্) কথং মাম্ উদ্দিশতি? তিষ্ঠ কুণপাশন! ত্বমিদানীং ন ভবিষ্যসি।
(শার্ঙ্গমারোপ্য) বেত্রবতি! সোপানমার্গম্ আদেশয়। ॥ ১৫৮ ॥

প্রতীহারী। ইদো ইদো দেও। (সর্ব্বে সত্বরমুপসর্পন্তি)। ॥ ১৫৯ ॥

রাজা।— (সমন্তাদ্বিলোক্য) শূন্যং খলু ইদম্। ॥ ১৬০ ॥

(নেপথ্যে)।—অবিহা, অবিহা, অহং অত্তভবন্তং পেক্খামি তুমং মং ণ পেক্খসি।
বিড়ালগ্‌গহিদো মূসও-বিঅ ণিরাসোহ্মি জীবিএ সংবুত্তো। ॥ ১৬১ ॥

রাজা।— ভোঃ তিরস্করণী-গর্ব্বিত! মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি। এষঃ তমিষুং সন্দধে—
যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষিষ্যতি দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥
(শস্ত্রঞ্চ সন্ধত্তে,) ততঃ প্রবিশতি বিদূষকমুৎসৃজ্য মাতলিঃ)। ॥ ১৬২ ॥

অন্বয়।—অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দ্দূলঃ পশুম্ ইব এষঃ (অহং) বিচেষ্টমানং ত্বাং হন্মি। আর্ত্তানাং ভয়ম্ অপনেতুম্ আত্তধন্বা দুষ্যন্তঃ ইদানীং তব শরণং ভবতু॥ ১৫৭॥

যঃ বাণঃ বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি, রক্ষ্যং দ্বিজং রক্ষিষ্যতি (এষোঽহং তমিষুং সন্দধে—ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ), হি (তথাহি) হংসঃ ক্ষীরং আদত্তে, তন্মিশ্রাঃ অপঃ বর্জ্জয়তি॥ ১৬২॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ দেবঃ॥ ১৫৯॥

অবিহা, অবিহা, অহম্ অত্রভবন্তং প্রেক্ষে ত্বং মাং ন প্রেক্ষসে? বিড়ালগৃহীতঃ মূষকঃ ইব নিরাশঃ অস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ॥ ১৬১॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে) টাটকা গরম গরম রক্ত পানের জন্য উন্মত্ত হইয়া ব্যাঘ্ররাজ যেমন প্রাণভয়ে চঞ্চল পশুকে বধ করে, তেমনই ভাবে এই আমি তোর দফা রফা করিতেছি। বিপন্নদিগের ভয়-নিবারণের উদ্দেশ্যে ধনুক ধরেন বলিয়া যিনি আস্ফালন করেন, তোর সেই দুষ্মন্ত এখন তোকে রক্ষা করুক॥ ১৫৭॥

রাজা।—(সরোষে) কি? আমাকে উদ্দেশ ক'রে গর্ব্ব কচ্ছে? আচ্ছা, দাঁড়া তুই পিশাচ, তোর শেষ হ'লো ব'লে। (বাণ যোজনা পূর্ব্বক) বেত্রবতি! কোন্ দিকে সিঁড়ি?॥ ১৫৮॥

প্রতীহারী।—এই দিকে দেব! (সকলের দ্রুত গমন)॥ ১৫৯॥

রাজা।—(চারিদিকে চেয়ে) কৈ? এ স্থান ত শূন্য, কেউ কোথাও নেই॥ ১৬০॥

(নেপথ্যে)—গেলাম গো গেলাম। আমি তোমাকে দেখছি, আর তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না? বিড়ালের মুখে পতিত ইন্দুরের মত আমার জীবনে আর এক তিলও আশা নাই॥ ১৬১॥

রাজা।—বটে! শোন্ ওরে অস্ত্রের অদৃশ্যতাবিদ্যার জোরে গর্ব্বিত পামর! শোন্—হাঁস যেমন জলটুকু ফেলে দুধটুকু খায়, তেমনই রক্ষণীয় ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ছেড়ে বধ্য তোকে যে বধ করবে, আমি সেইরূপ বাণ যোজনা কর্লুম। (যেমন রাজার ধনুতে বাণ যোজনা করা, অমনি বিদূষককে ছেড়ে মাতলির আবির্ভাব)॥ ১৬২॥

মাতলিঃ।— কৃতাঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্।
প্রসাদ-সৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে পতন্তি চক্ষুংষি ন দারুণাঃ শরাঃ॥ ॥ ১৬৩ ॥

রাজা।— (শস্ত্রমুপসংহরন্) অয়ে মাতলিঃ। স্বাগতং মহেন্দ্র-সারথে। ॥ ১৬৪ ॥

বিদূষকঃ।— (প্রবিশ্য) অহং জো ইট্ঠি পসুমারং মারিঅো সো ইমিণা সাঅদেণ অহিণন্দিঅই ॥ ১৬৫ ॥

মাতলিঃ।— (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্। শ্রূয়তাং যদর্থমস্মি হরিণা ভবৎ-সকাশং প্রেষিতঃ। ॥ ১৬৬ ॥

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ১৬৭ ॥

মাতলিঃ।— অস্তি কালনেমিপ্রসূতির্দুর্জ্জয়ো দানবগণঃ। ॥ ১৬৮ ॥

রাজা।— অস্তি। শ্রুতপূর্ব্বং ময়া নারদাৎ। ॥ ১৬৯ ॥

মাতলিঃ।— সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্যঃ তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্ত-সপ্তিঃ তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥

স ভবানাত্তশস্ত্র এব ইদানীং তমৈন্দ্ররথমারুহ্য বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্। ॥ ১৭০ ॥

রাজা।— অনুগৃহীতোঽহমনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্ ॥ ১৭১ ॥

অন্বয়।—(রাজন্।) হরিণা অসুরাঃ তব শরব্যা কৃতাঃ, তেষু (অসুরেষু) ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম। সুহৃজ্জনে সতাং প্রসাদ-সৌম্যানি চক্ষুংষি পতন্তি, দারুণাঃ শরাঃ ন (পতন্তি)॥ ১৬৩॥

সঃ দানবগণঃ তে সখ্যুঃ শতক্রতোঃ অজয্যঃ, রণশিরসি ত্বং তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ অসি। সপ্ত-সপ্তিঃ যং নৈশং তিমিরং উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি, তং তিমিরং চন্দ্রঃ অপাকরোতি॥ ১৭০॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহং যেন পশুবৎ মারিতোঽস্মি সঃ অনেন সাদরেণ অভিনন্দ্যতে॥ ১৬৫॥

বঙ্গার্থ।—মাতলি।—রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র ত অসুর-কুলকেই আপনার বধ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনার অমোঘ বাণ তাহাদের উপরেই নিক্ষেপ করুন। বন্ধু-বান্ধবের উপর সুহৃজ্জনের আনন্দ-মধুর দৃষ্টিই পতিত হয়, দারুণ বাণ কখনও নিক্ষিপ্ত হয় না॥ ১৬৩॥

রাজা।—(শস্ত্র সংবরণ পূর্ব্বক) এ কি! মাতলি! আসুন দেবরাজ-সারথি, আসতে আজ্ঞা হয়॥ ১৬৪॥

বিদূষক।—(প্রবেশ পূর্ব্বক) যজ্ঞের বধ্য পশুর মত যে আমাকে মড়মড় ক'রে মার্চ্ছিল, তাকে দেখছি, ইনি আবার আসুন আসুন কচ্ছেন। আ মলো যা॥ ১৬৫॥

মাতলি।—(সহাস্যে) দীর্ঘজীবিন্! যে জন্য আপনার নিকট দেবরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন, তাহা শ্রবণ করুন॥ ১৬৬॥

রাজা।—বলুন, শুনছি॥ ১৬৭॥

মাতলি।—কালনেমির কতকগুলি অতি দুর্দ্ধর্ষ সন্তান আছে। সেই দানবগুলির সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবার যো নাই॥ ১ ৮॥

রাজা।—আছে, নারদের মুখে পূর্ব্বেই তাদের বিষয় শুনেছি॥ ১৬৯॥

মাতলি।—সেই দুর্জ্জয় দানবরা আপনাব বন্ধু দেবরাজের পক্ষে অপরাজেয়, তাই সমরভূমিতে তাহাদিগকে আপনিই বধ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। রাজন্, স্বয়ং সূর্য্যদেব যে নৈশ অন্ধকার দূর করিতে অপারগ, তাহা কিন্তু সুধাকরই নাশ করিয়া থাকেন। অতএব শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, ইন্দ্র-প্রেরিত এই রথে আরোহণ করিয়া এখনই যাত্রা করুন॥ ১৭০॥

রাজা।—দেবরাজের এই গৌরবসূচক অনুরোধে আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আমার বিদূষকের এ শাস্তি আপনি কেন করিলেন? ॥ ১৭১॥

মাতলিঃ।— তদপি কথ্যতে। কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃ সন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবঃ দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবান্ অস্মি। কুতঃ—

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ॥ ॥ ১৭২ ॥

রাজা।— (জনান্তিকম্) বয়স্য! অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা। তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাৎ অমাত্যপিশুনং ব্রূহি—

ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ॥ ॥ ১৭৩ ॥

বিদূষকঃ।— জং ভবং আণবেই। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ১৭৪ ॥

মাতলিঃ।— আয়ুষ্মন্ রথমারোহতু (রাজ্ঞঃ রথারোহণম্, সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ। ॥ ১৭৫ ॥

ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত

অন্বয়।—অগ্নিঃ চলিতেন্ধনঃ (সন্) জ্বলতি, পন্নগঃ বিপ্রকৃতঃ (সন্) ফণং কুরুতে, জনঃ প্রায়ঃ ক্ষোভাৎ স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে হি॥ ১৭২॥

কেবলা ত্বন্মতিঃ প্রজাঃ পরিপালয়তু, অন্যস্মিন্ কর্ম্মণি অধিজ্যম্ ইদং ধনুঃ ব্যাপৃতং (ভবতু চ)॥ ১৭৩॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি॥ ১৭৪॥

বঙ্গার্থ।—মাতলি।—তাহাও বলিতেছি! দেখলুম, কি জন্য যেন আপনি বড়ই বিষণ্ণ, তাই আপনাকে একটু রোষোদ্দীপ্ত করিতেই ঐরূপ করিয়াছি। কেন না, নির্ব্বাপিতপ্রায় কাষ্ঠখণ্ডকে যদি নাড়াচাড়া যায়, তবে তাহা জ্বলিয়া উঠে, ফণীর শিরে আঘাত করিলেই সে ফণা ধরে, সেইরূপ প্রায় সবাই একটু ক্রুদ্ধ হইলে নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ১৭২॥

রাজা।—(জনান্তিকে) বয়স্য! স্বর্গাধিপতির আদেশ অপরিহার্য্য। অতএব এই ঘটনা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া অমাত্য পিশুনকে বলিবে যে, আপনি এখন কয়েক দিন একান্ত-হৃদয়ে প্রজাপালনে রত থাকুন, আমার এই আরোপিত-গুণ ধনু অন্য একটা বিশেষ কাজে ব্যাপৃত রহুক॥ ১৭৩॥

বিদূষক।—যেমন আজ্ঞা। ১৭৪॥ [নিষ্ক্রান্ত।

মাতলি।—রথে আরোহণ করুন মহারাজ। (রাজার রথারোহণ ও সকলের প্রস্থান॥ ১৭৫॥

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক

ষষ্ঠাঙ্কের তাৎপর্য্য—শেষ

অন্তঃপুরের অতি পুরাতন, বিশ্বস্ত ও বয়োবৃদ্ধ কর্ম্মচারীর সহিত উদ্যানপালিকাদ্বয়ের কথোপকথনে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজবাড়ী, রাজোদ্যান, রাজপরিজনবর্গ, সর্ব্বত্রই কি বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। কাহারও মুখে হাসি নাই, কেহ বুঝি প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাসটিও ছাড়িতে শঙ্কিত হয়। বসন্ত আসিয়াছে, জগৎ হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু রাজার উপবনে মুকুল মুকুলাবস্থাতেই আছে, ফোটে না। গাছের ডালে পাতার আড়ালে কোকিলদম্পতি মূকের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া, সে কণ্ঠস্বর কণ্ঠেই মিলাইয়া যাইতেছে। রাজবাড়ীর চিরাচরিত বসন্তোৎসব রাজাদেশে বন্ধ হইয়াছে। কেমন যেন একটা শোকের ঝড়, অথচ নিঃশব্দে সারা রাজধানীটার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আর রাজবাড়ীর সব তাহাতে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। ভারতেশ্বর সংসার-ত্যাগী বিরাগীর ন্যায় মাছ, মাংস, অথবা যত কিছু আমিষ ভোগ্য বস্তু, সমস্তই বুঝি ত্যাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মাসনরূপী রাজসিংহাসনে আর পূর্ব্ববৎ দেখা দেন না, বা বসেন না। একা একা গুম্ হইয়া দিনের বেলায় কোনও এক স্থানে পড়িয়া থাকেন, আর রাত্রিতে ছটফট্ ছটফট্ করিয়া বিছানার এক পাশে পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করেন। ভিতরে যেমনই থাকুক, বাহিরটা অন্ততঃ কতক সাম্‌লাইয়া চলিতে যদিও তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যেন কিছুই হয় নাই, দেখাইতে গিয়া রাণীমহলে এর ওর নাম ধরিয়া আগের মত ডাকিতে যান, কিন্তু ভুলিয়া শকুন্তলা বলিয়া ডাকিয়া বসেন ও লজ্জায় মরিয়া যান। অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর হইতেই তাঁহার এই দুরবস্থা, না, না, এই সুখের অবস্থা ঘটিয়াছে। দর্শকবৃন্দ শকুন্তলার নিমিত্ত রাজার এইরূপ অবস্থা দর্শনে অবাক্ হইয়া শুধু যে আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা নহে, প্রেমময় রাজার সাগরতুল্য হৃদয়ের প্রেমতরঙ্গ দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। গর্ভভারালসা শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে, অথবা বুঝি চিরদিনের মত বিদায় হইয়াছে। তাহার বিদায়-কালীন দুঃখময়, অশ্রুময় দৃশ্য এখনও দর্শকগণের চোখের উপর ভাসিতেছে, হৃদয়ের পরতে পরতে জড়াইয়া আছে। সাশ্রুনয়না শকুন্তলার—নিরাশ্রয়া, উপেক্ষিতা, কম্পিতকায়া শকুন্তলার সেই সরল মধুর মুখখানি সর্ব্বদা সকল কাজেই তাঁহাদের হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়, কিছুতেই তাঁহারা ভুলিতে পারেন না। কি হইল তার, কোথায় গেল সে, কেমন আছে সে, অথবা বুঝি এত দিনে সে সরলার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত সংসার হইতে মুছিয়া গিয়াছে, ইত্যাদি দুর্ভাবনায় সামাজিকগণ বিপন্ন, সমাকুল। সেই লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, পরিত্যক্তা কণ্ব-দুহিতার তাদৃশ দুঃখের, তাদৃশ কষ্টের যিনি হেতু, যাঁহার দোষে আজ তার এই দুর্দ্দশা, শকুন্তলার জন্য সেই ভারতেশ্বরের এই অবস্থা দেখিয়া তবুও দর্শকবৃন্দের হৃদয়-নিহিত শকুন্তলা-ঘটিত দুঃখের একটু লাঘব হইতেছে। যাহাকে যে লাঞ্ছনা দেয়, সেই লাঞ্ছিতের জন্য সে যদি আবার ততোধিক লাঞ্ছনা পায়, তবে পূর্ব্ব-লাঞ্ছিতের দুঃখে দুঃখিত-দিগের মনোবেদনা অনেকটা কমে। আজ তাই দর্শক-দিগের মনোবেদনাও অনেক মন্দীভূত হইয়াছে। আহা! রাজার এই অবস্থা যদি আজ শকুন্তলা দেখিত, অথবা দেখা ত দূরের কথা, ঘুণাক্ষরেও শুনিতে পাইত, তাহা হইলে তার সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হইত। দুষ্মন্তের পরিত্যাগরূপী যে দুর্ভর শিলাখণ্ড তাহার বুকের উপর চাপিয়া পড়িয়া আছে, তাহা নিমেষে সরিয়া যাইত, দুষ্মন্ত-প্রেষিত যে বিষদিগ্ধ উপেক্ষা-শল্য তাহার বক্ষঃস্থল শতধা খণ্ডিত জীর্ণ-শীর্ণ করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা উদ্ধৃত হইত। কিন্তু সে সম্ভাবনা কৈ? তাই কবি পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কৌতূহল, দশক-হৃদয়ের জিজ্ঞাসার সমাধান কবিতে, অর্থাৎ শকুন্তলার সংবাদ এবং বিচ্ছেদ-বিষজীর্ণ রাজার সংবাদ শকুন্তলার সমীপে প্রদানের পন্থা, এই দুই কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবার নিমিত্তই ছায়াময়ী সানুমতীর অবতারণা করিয়াছেন। রাজা যত উন্মত্তবৎ আর্ত্তনাদ করিতেছেন, শকুন্তলার সখীস্থানীয়া সানুমতীর ততই আনন্দ হইতেছে। তাহার প্রিয়সখী শকুন্তলাব জন্য রাজার এত ক্লেশ, ইহা ভাবিতেও সানুমতীব কত সুখ। অথবা শুধু কি সানুমতীর? দর্শকমাত্রেরই কত আনন্দ, কত অসীম তৃপ্তি! যদি শকুন্তলা জীবিত থাকে, তবে এই সংবাদ, তাহার জন্য রাজার এই উন্মাদ যদি সে জানিতে পাবে, তবে তার বুক জুড়াইয়া যাইবে। যখন শকুন্তলা শার্ঙ্গরবাদির সহিত মালিনীতীর হইতে হস্তিনাপুরে রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল, তখন, বিনা বাধায়, আর দশ জায়গায় যেমন হইয়া থাকে, সেই ভাবে যদি সে রাজসংসারে, পতির গৃহে পতি কর্ত্তৃক বিনা বাধায় গৃহীত হইত, তবে তাহাতে যতটা সুখ, সেই প্রত্যাখ্যানের পর সেই প্রত্যাখ্যানকারী রাজার সেই প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার নিমিত্ত এই যে পরিবেদনা, বৈমনস্য, উন্মাদ, ইহা তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখকর, তৃপ্তিকর, নিয়তদহ্যমান হৃদয়ের চিরনির্ব্বাণকর, যদি ইহা শকুন্তলা জানিতে পারে। চিত্রকর কালিদাস তাই এক সানুমতীর চিত্রে সেই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন। দর্শকবৃন্দ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। তাঁহাদের শকুন্তলা মরে নাই, তাঁহাদের শকুন্তলা তাহার মাতা মেনকার জ্ঞাতসারে বোধ হয়, তাহারই কোন সখীর সঙ্গে আছে, তাঁহাদের শকুন্তলা অচিরে রাজার এই বিচ্ছেদ-বার্ত্তার সুমধুর সঙ্গীত সানুমতীর কণ্ঠে শুনিয়া বুক জুড়াইতে পারিবে, ইত্যাদি সম্ভাবনায় কল্পনায় দর্শকগণের হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় স্বস্তি আসিয়াছে। আর কিছু পরেই, সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলার সহিত

রাজার মিলন ঘটিবে, সেই মিলনের মধুর উৎসব, সেই পুত্রিণী শকুন্তলার নির্ব্বাপিত-কামাগ্নি স্বর্গীয় হৃদয়ের দিব্য-স্বরূপ দেখাইবার উপযুক্ত করিয়া, কবি-কেশরী তাঁহার সামাজিকদিগের চিত্তমুকুর নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা একবার রাজবাড়ীতে সকলের সম্মুখে, রাজা কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দর্শন করিয়াছেন। নিরুপায় হইয়া শকুন্তলা কাঁদিতেছে, গুরুশিষ্যদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে, পতি গ্রহণ করিলেন না, গর্ভবতী দেখিয়া ভয়ে ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেও নারাজ, সুতরাং বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া এরূপ ক্ষেত্রে অন্তর্বত্নী কন্যার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর হইলেও, নিরুপায়া শকুন্তলা তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কথাশ্রমে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে,—আর ঋষি-শিষ্যরা ধমক দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে, সে দরদরিত নয়নধারে ভাসিয়া যাইতেছে, এ করুণ দৃশ্য দর্শকবৃন্দ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। এখন আবার রাজার মুখ দিয়া সেই হৃদয়বিদারী দৃশ্যের অবতারণা-পূর্ব্বক, কবি, সেই অতীত বেদনা, বিস্মৃত ব্যথা যেন নবীভূত করিয়া লইলেন। "সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্" বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় সেই বিষাদিনী ছবি আমাকে দগ্ধ করিতেছে,—বলিয়া বিচ্ছেদ-কাতর রাজা যখন বিদূষকের নিকট কাঁদিতেছেন, তখন দর্শকগণের চিত্তমুকুরেও সেই ছবি ভাসিয়া উঠিল, তাঁহারাও কাঁদিয়া পড়িলেন। কবি যেন, সংসারে সকলের চেয়ে মধুর ও স্পৃহণীয় যে রস, সমবেদনার সেই করুণ ও সঞ্জীবন রসে দর্শকহৃদয় অভিষিক্ত করিলেন। বর্ষার নববারিসিক্ত শ্যামা বনভূমির ন্যায় সে হৃদয় স্নিগ্ধ এবং সুফল-প্রকাশের উপযোগী হইল। অচিরেই চিরদিনের মত শকুন্তলার দুঃখ-কষ্ট মিটিয়া যাইবে, জলন্ত আগুনে জল পড়িবে, ধরিত্রীদেবী শীতল হইবেন, সে সময়ে কোনো স্থানে কোনরূপ আধিব্যাধি, ব্যথা-কষ্ট কিছুই থাকিবে না, থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, তাই পূর্ব্ব হইতেই ভাস্কর্য্য-নিপুণ কবিকুলপতি ক্ষেত্র, চিত্রের 'জমিন' তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমাদের বৈদিক-সাহিত্যে দুহিতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"কৃপণং হি দুহিতা"—স্নেহ-নির্ঝরিণী দুহিতা নিরন্তর করুণার উৎস, কৃপার চক্ষে সতত দ্রষ্টব্য। দর্শকবৃন্দ সংসারের জীব, আবদ্ধ প্রাণী, দয়ামায়ার, স্নেহমমতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে তাঁহারা বিজড়িত, আজ শকুন্তলার দুঃখদর্শনে তাঁহাদের অনেকের হৃদয়েই নিজের নিজের ঘরের ছবি জাগিয়া উঠিল। এমনই সময়ে বিদূষক রাজাকে প্রবোধচ্ছলে বলিল, "মা-বাপ কদাচ কন্যাকে পতি-বিচ্ছেদ-কাতরা দেখিতে পারেন না। তাহাতে জনক-জননীর বুক ভাঙ্গিয়া যায়।" তারে সংবাদ-প্রেরণের কলের ন্যায় বিদূষকের ঐ কথা,—ঐ ভাবের আঘাত তৎক্ষণাৎ দর্শকদিগের হৃদয়ে গিয়া লাগিল, আর অমনিই সারা রঙ্গভূমি কম্পিত হইল এবং সেই কম্পনে বিদূষকের বাণী প্রতি হৃদয়ের অতি নিভৃত মর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিল।

যত দিন দাঁত থাকে, দাঁতের মর্য্যাদা লোকে বোঝে না। যখন শকুন্তলা ছিল, উপযাচিকা হইয়া, আত্মবিসর্জ্জনের ভিক্ষার্থিনী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন দুষ্মন্ত বুঝিতে পারেন নাই, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছেন, আর আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন যে, কি হারাইয়াছেন, তাঁহার কত বড় ইন্দ্রত্ব, অথবা তদপেক্ষাও বুঝি বৃহত্তর, স্পৃহণীয়তর এবং রমণীয়তর সাম্রাজ্য নিজের বুদ্ধিতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। শুধু তাঁহার নহে, যাহার যাহার এইরূপ প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটে, চিরদিনের মত লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়,—তাহারাই এই প্রকার হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান তাহাদের পক্ষে অনন্ত দুঃখকর, ভবিষ্যৎ তাহাদের অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ-বিহীন জীবনে থাকে শুধু নৈরাশ্য, থাকে শুধু তপ্ত নিশ্বাস। তাহাদের বিড়ম্বনাময় সেই জীবনে তখন অনুক্ষণ অনুরণিত হয়—

> "অব সব বিষসম লাগয়ে মোই,
> হরি হরি পীরিতি না কোরি জনি কোই।"

তাহারা তখন গত জীবনের তত্তৎসুখের স্মৃতির জ্বলন্ত চিতা বুকে লইয়া পাগলের মত, ভূতগ্রস্তের মত বিমূঢ়-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে থাকে। আজ ধরার অধীশ্বর দুষ্মন্তেরও সেই অবস্থা। তিনি আজ ঠাহর করিতেই পারিতেছেন না যে, জীবনে সত্যই কি তেমন এক দিন ছিল, যখন শকুন্তলা তাঁহার ছায়ারূপে, না না, তাঁহার অন্তরের অন্তরতমার রূপে, ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজ করিত! বিধাতার নিরঙ্কুশ বিধানে সংসারের অনেক দুষ্মন্তই এই প্রকার, অন্তরতমাবিচ্ছেদে উন্মত্তবৎ চিন্তা করেন যে, তেমন দিন কি সত্যই এক সময় ছিল।—না, উহা আমার এই স্বপ্নবহুল জীবনের অন্যতম একটা স্বপ্নমাত্র। সামাজিকগণের হৃদয়ে কাতর দুষ্মন্তের ঐ উক্তির—

> 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
> ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।'—

এর প্রতিধ্বনি গিয়া লাগিয়াছে, সকলেই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভুলিয়া স্ব স্ব অতীত জীবনের চিত্রপটের দিকে আন্তর-নয়নে তাকাইতেছেন, যাঁহারা মিলিত, প্রিয়-সমাগমরূপ অমৃতে সঞ্জীবিত; তাঁহারা এবং যাঁহারা প্রিয়-বিচ্ছিন্ন, এমন কোন বিশেষণ নাই, যদ্দ্বারা সেই দুর্ভাগ্য-দিগকে বিশেষিত করিতে পারা যায়, তাঁহারা, উভয় সম্প্রদায়ই স্ব স্ব অতীত জীবনের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া নিজের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। আজ কবির চিত্রণ-শক্তির নৈপুণ্যে একই ছবি, মধুর এবং ভয়ঙ্কররূপে দুই সম্প্রদায়ের চক্ষে দ্বিবিধ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সম্মিলিত জীবন যাঁদের, তাঁহারা আনন্দের অমৃতহ্রদে, বিচ্ছিন্ন জীবন

যাঁদের, তাঁহারা দুঃখের অপার সাগরতলে ক্রমে তলাইয়া যাইতেছেন। যাঁহারা মিলিত, তাঁহাদের পক্ষে, পূর্ব্বজন্মের সমস্ত পুণ্যের ফলে যে অনর্ঘ রত্ন পাইয়াছেন, তাহাতে জীবন ধন্য হইয়াছে, মরদেহে অমরতার আস্বাদ পাইয়াছেন, তা' হয় হোক না সে গতজন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি, গচ্ছিত ধনের গর্ব্ব অপেক্ষা ধনলব্ধ উপভোগ অনেক অধিক স্পৃহণীয়। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে "ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্"—পরম অনুকূলই হইয়াছে। জন্মে জন্মে যেন এইরূপই হয়, যাগযজ্ঞ-সাধ্য স্বর্গও এই স্বর্গাধিক বস্তুর সহিত তুলনীয় নহে। আর যাঁহারা বিচ্ছিন্ন-হৃদয়, সংসারে যাঁহারা একের অভাবে সর্ব্বস্বহারা, তাঁহাদের পক্ষে ঐ "ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্" উক্তিই একটা অসহ্য বেদনার, ক্ষতস্থানে লবণক্ষেপবৎ যন্ত্রণা জন্মাইয়াছে। যেটুকু পুণ্য জন্মান্তরে সঞ্চিত ছিল, তাহার শেষ হইতেই তৎপুণ্য-লব্ধ পুণ্য-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, জীবনের শারদোৎসবের শেষ বিজয়া হইয়া গিয়াছে, সংসারে এক বিজয়ার পর আবার বিজয়া আসে, "সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ"—প্রার্থনাপূর্ব্বক লোকে বিজয়ায় বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু তাহাদের এ বিজয়া লোকাতীত, ইহা আর আসিবে না। তাই করুণ কবি—"অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতম্"—"চিরদিনের মত যে চলিয়া গিয়াছে,আর ফিরিবে না" বলিয়া একটা বিরাট্ ব্যথার নির্ঝর বহাইয়া দিয়াছেন। সামাজিকগণের মধ্যে যখন এই প্রকার দ্বিবিধ ভাবের প্রবাহ বহিতেছে, লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় কিয়দংশ সুখস্মৃতির এবং বর্ত্তমান সুখের সৌরকিরণে উদ্ভাসিত আর কিয়দংশ অতীতের দুঃখময়ী স্মৃতির ঘনান্ধতমসে আচ্ছন্ন, তখনই বিদূষকের মুখ দিয়া কবি আশ্বাস দিলেন যে, না, আবার মিলন হইবে। আবার তোমার সেই স্মরণীয় সুখের মাহেন্দ্রক্ষণ ফিরিয়া আসিবে। তোমার আমার সামান্য,—অতি অকিঞ্চিৎকরী চিন্তাশক্তিতে সেই পুনঃ সমাগমের উপায় খুঁজিয়া না পাইলেও, তাহা ঘটিবে, অধীর হইও না।

রাজা বিরহদিগ্ধ-হৃদয়ে শকুন্তলার ছবি আঁকিয়াছেন। সারা হয় নাই, আরও ঢের আঁকিতে হইবে। এখনও অনেক বাকি। অথবা যাহারা ছবি আঁকে, তাহাদের কোন দিনই সারা হয় না, সারা জীবন, নিশিদিন, অনিমেষে বসিয়া আঁকিলেও বোধ হয় তাহাদের আঁকার সাধ মেটে না। রাজারও মেটে নাই। তাই সেই অসমাপ্ত ছবিখানি আনিতে বলিয়াছেন, বাসনা, যেটুকু বাকি, তাহা শেষ করিবেন। ছবি আসিল, রাজা দেখিলেন, সামাজিকগণও দেখিলেন, তাঁহারা রাজার চিত্রনৈপুণ্যে অবাক্ হইয়া গেলেন। যেন সত্যি শকুন্তলা জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। কি আবার বাকি যে, এখনও আঁকিতে হইবে? এমন নিখুঁত ছবিতে আবার তুলিকা-স্পর্শ কেন? তাই বিদূষকই যেন সকলের প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"আবার কি আঁক্বে?"

রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া, রাজ-বেশ পরিহার পূর্ব্বক পান্থবেশে যখন বৈখানস কর্ত্তৃক প্রদর্শিত তপোবনে প্রবেশ করেন, গ্রীষ্মের দিবাবসানে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে যখন প্রশান্তগম্ভীর মালিনীর তীর বাহিয়া যান, তখন যে সমুদয় দৃশ্য তাঁহাকে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিভোর করিয়াছিল, যাহার স্মৃতি তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না, কেহ পারে না, সেই সকল দৃশ্যের কিয়দংশ আজ আঁকার ইচ্ছা। জীবনের সেই সুখের শুভক্ষণ ও তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী যে রাজার হৃদয়-ভিত্তিতে চিরদিনের তরে ক্ষোদিত হইয়া রহিয়াছে। কে এমন আছে যে, জীবনের ঐ প্রকার মিলন-মুহূর্ত্তের ছোট বড় সমস্ত বিষয় মনে গাঁথিয়া না রাখে এবং অবসন্ন-হৃদয়ে মনে না করে। তাই আজ রাজার আবার চিত্রণের সাধ। সুখের দিনের সেই সকল চিত্র এই দুঃখের দিনে একবার ভালো করিয়া আঁকিবেন ও প্রাণ ভরিয়া দেখিবেন। একা একা যখন আশ্রমের উদ্দেশে মালিনীর তীরে তীরে যাইতেছিলেন, তখন স্থানমাহাত্ম্যে তপোবনের একটা অভূতপূর্ব্ব পবিত্রভাবে তাঁহার হৃদয় ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তিনি ত জানেন না যে, তাঁহার মাথায় স্বাতীনক্ষত্রের জল পড়িয়াছে, তাঁহার জীবনের সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে,—তিনি শ্রদ্ধাবিধৌত-চিত্তে ক্রমে যতই অগ্রসর হইতেছেন, ততই চারিদিকে মনোহর দৃশ্যের অপূর্ব্ব রমণীয়তায় তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিতেছে। তখন তাঁহার নয়নে সমস্তই সুন্দর। প্রকৃতই যাহা অতি বড় অসুন্দর, তাহাও, সে দিন হয় ত, অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছিল। বিবাহের সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হইয়া বর যখন ভাবী আনন্দমন্দিরে যাইতে থাকেন, তখন কর্কশতম কাকের ডাকও কোকিল-কূজনের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়, পেচকের ঘুৎকারধ্বনিতেও একটা মধুর গাম্ভীর্য্য-সুধা ক্ষরিত হয়। সে দিন, অজ্ঞাতসারেই প্রজাপতির অনুগ্রহে রাজার ভাগ্যে বুঝি বা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তা ছাড়া তপোবনের সংস্পর্শে তত্রত্য সমুদয়ই ত স্বভাবতঃ মধুর, সুন্দর, সুতরাং তাহাদের বৈচিত্র্যদর্শনে তিনি যে আত্মবিস্মৃত হইবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? প্রাণে যখন স্ফূর্ত্তি থাকে, উন্মাদ থাকে, তখন তটিনীতটচারী উল্লসিত-হৃদয় ব্যক্তির চক্ষে নদীবক্ষে ভাসমান মরালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভরে নর্ত্তনই পড়িয়া থাকে, কাক-গৃধিনী-কর্ষিত শবদেহ চোখ এড়াইয়া যায়। রাজা মালিনীর তীরে চলিবার সময়ে দেখিয়াছিলেন, জোড়ায় জোড়ায় হংস-মিথুন, এখানে এক জোড়া, ওখানে এক জোড়া, সৈকত-শয্যায় নির্ভয়ে শুইয়া আছে, কোথাও বা চরিতেছে, বালুর রংএর সঙ্গে হংসদম্পতিদের রং অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে, তাই ভালো করিয়া প্রথমে ঠাহরই হইতেছে না। পরে, যখন মদবিকল স্বরে সৈকতভূমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, হংসদম্পতির ঝাঁক ঐ বালুর মধ্যে

বিচরণ করিতেছে। রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন। তখন সে দৃশ্য বড়ই তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল, আজ তাহা আঁকিতে হইবে, নতুবা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হইবে না। তাদৃশ সৈকত চুম্বন পূর্ব্বক, মালিনী তর্‌তর্ বেগে বহিয়া চলিয়াছে, যেন খরগামিনী তটিনী সুন্দরীর দ্রুতগমন নিবন্ধন রশনার চন্দ্রকান্ত মণিরাজির মধুর নিক্বণ ঐ হংসরবচ্ছলে শ্রুত হইতেছিল, রাজা তাহা শুনিয়াছেন, সেই দৃশ্যও আঁকিতে হইবে, নতুবা তাঁহার প্রেয়সী বনবালা শকুন্তলার ছবি নিখুঁত হইবে না। আর ঐ মালিনীর দুই তীরে ছোট ছোট পাহাড়, এবং তাহার এখানে সেখানে অহিংসতপোবন-চারী এবং অহিংসবনচারী কত হরিণ-হরিণী সুখে শয়ন করিয়া আছে, রাজা দেখিয়াছেন, তাহা অঙ্কন না করিলে হরিণাক্ষী কণ্ব-দুহিতার মূর্ত্তির অঙ্গহানি ঘটিবে। নদীতে স্নান করিয়া ঋষিরা তটতরুর শাখায় সিক্ত বল্কল শুকাইতে দিয়াছেন, আর তাহার তলে হরিণী বিশ্বস্ত-হৃদয়ে তাহার প্রাণবল্লভ হরিণের শৃঙ্গে বাম নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে, সে জানে, হিমালয়ও নড়িতে পারে, কিন্তু তাহার নেত্র-কণ্ডূয়নের সময়ে তাহার প্রাণেশ্বরের শৃঙ্গ কদাচ নড়িবে না, নড়িতে পারে না,—রাজা তাহা দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া, দেখিয়া দেখিয়া আপনার রসে আপনিই মজিয়াছেন, আজ সেই ছবিও আঁকিতে হইবে, নতুবা আলেখ্যই বৃথা। তাহা ছাড়া, গ্রীষ্মের প্রধান সম্পদ শিরীষ-কুসুমের অবতংস পরিতে শকুন্তলা বড়ই ভালোবাসিত, কাণে পরিত, আর তাহার দর্পণবৎ স্বচ্ছ কপোল-ফলকের উপর সেই দোদুল্যমান শিরীষের কেশরগুলি আসিয়া পড়িত ও লুটোপুটি খাইত, সলিল-সেচন-পরিশ্রান্তা শকুন্তলার ঘর্ম্মবিন্দুর শতমুক্তা-খচিত সেই কপোলতলে কেশরদাম যখন জড়াইয়া যাইত, শিরীষ-পরাগে রক্তাভ কপোল ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিত, তখনকার সৌন্দর্য্য রাজা কোন দিন ভুলিতে পারিবেন না। সে সৌন্দর্য্য বাদ পড়িয়াছে, আজ মূল ছবিতে, শকুন্তলার প্রতিকৃতিতে তাহা ফুটাইতে না পারিলে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিবে। সুতরাং তাহার অঙ্কন অবশ্য-কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বোপরি, পীনোন্নত-পয়োধরার পীনস্তনযুগলের মধ্যে কণ্ঠাশ্রিত ভঙ্গুর মৃণালের হার আপনি ভাঙ্গিয়া পড়ায়, তাহার সুতোর মত সূক্ষ্ম তার আসিয়া পড়িয়াছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি চক্ষুষ্মান্ দুষ্যন্ত তখন গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সৌন্দর্য্য-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন, আজ তাহা আঁকিতে হইবেই হইবে। সে যে রাজার জালে পড়িবার একটা প্রধান প্রলোভন। ইত্যাদি ভাবে রাজা বিদূষককে ছবির কথা বুঝাইতেছেন, আর সাধারণে বুঝিতেছে যে, কোন্ কোন্ মন্ত্র এবং ঔষধের বলে দুষ্যন্তের ন্যায় অজগর বশীভূত হইয়াছিলেন এবং আহিতুণ্ডিকের হাতের ন্যায়, তাপসতনয়াদের হাতে পড়িয়া নাচিয়াছিলেন। যখন তপোবনে ঢুকিয়া জলসেচনরতা

চিনিতে পারেন ও তাহার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিতে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তপোবনমধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, রাজার বর্ণিত তখনকার সৌন্দর্য্যরাশি ত সামাজিক-গণ রাজারই মুখে তখনই দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য্য ত রাজা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহই পারে না, ভোগের সময়ে ভোগ্যবস্তুর গুণ-গরিমা, মনোহারিতা যতটা বুঝিতে পারা যায়, ভোগাবসানে, তাহার অভাবে, তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্রমে হৃদয়ে ভাসিতে থাকে। ভোগ্য তখন ভোগ্য, আর পরে সে ভুক্ত, ভোগ্য অপেক্ষা ভুক্তের মাহাত্ম্যে হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আজ শকুন্তলার অভাবে তাই রাজার মনে, তখন যাহা পড়ে নাই, বা পড়িলেও ধরিবার অবকাশ ঘটে নাই, সেই সমস্ত খুঁটি-নাটি আসিয়া উদিত হইতেছে। সামাজিকগণ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট শকুন্তলার এই অদৃষ্ট রূপরাশি এখন চিন্তার দর্পণে দেখিয়া বুঝিতেছেন যে, দুষ্মন্ত কত বড় ভাগ্যবান্ পুরুষ, আর দুষ্মন্ত কত বড় দুর্ভাগ্য, কত বড় কৃপার পাত্র। শকুন্তলাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া রাজা যে অপরাধ করিয়াছিলেন এবং নিরপরাধা শকুন্তলার হৃদয়ে যে আঘাত দিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত অথবা বুঝি তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রায়শ্চিত্ত এখন তাঁহার হইতেছে। রাজার সহিত গর্ভিণী শকুন্তলার অবাধ মিলন ঘটিলে যতটা তৃপ্তির কারণ হইত, রাজকৃত পরিত্যাগের পর, সেই রাজার তাহারই জন্য এই শোচনীয়, হৃদয়-বিদারী উন্মাদে তদপেক্ষা তৃপ্তি যে কম, তাহা ত নহেই, বরঞ্চ মনে হয়, অনেক বেশী। তখন মিলনকালে শকুন্তলা কেবল রাজার নয়নের সম্মুখেই থাকিত, এখন এই বিচ্ছেদে—শকুন্তলা রাজার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। তখন রাজার ভোগ্য হইত কেবল শকুন্তলা, এখন রাজার ভোগ্য—সারা কণ্ব-তপোবন, সারা মালিনীর তীর, সারা তত্রত্য যতকিছু মনোহর পদার্থ-জাত। সুতরাং সে মিলন অপেক্ষা এই বিচ্ছেদ অধিকতর স্পৃহণীয়। বিনিদ্র রজনীতে যে একবার স্বপ্নে দেখিয়া একটু বুক জুড়াইবেন, সে সম্ভাবনা নাই, ছবিতে একটু দেখিয়া যে বুকের জলন্ত আগুন নিবাইবেন, সে সম্ভাবনাও নাই, ছবির দিকে চোখ দিতে-না-দিতেই তাহা জলে ভরিয়া অন্ধ হইয়া যায়। যাহার ইচ্ছা হয়, সে বলে বলুক ইহা দুঃখের অবস্থা, বড়ই কষ্টের অবস্থা, কিন্তু যাহার প্রাণ আছে, সে বলিবে, বহু তপস্যায় এমন সুখের অবস্থা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাই সামাজিকগণ যখন পশ্চাত্তাপ-কাতর, বিচ্ছেদ-দহন-ক্লিষ্ট রাজার দিকে চাহিতেছেন, তখন শুধু রাজাই যে ভাগ্যবান্, তাহা নহে, শকুন্তলাও যে কত বড় ভাগ্যবতী, তাহা ভাবিয়া তাঁহাদের পরম আনন্দ জন্মিতেছে; এবং তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য, কবি, সানুমতীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, হায় রে স্বকার্য্যপরতা! এক জন মরে, আর অন্য জন

প্রিয়তমার সুখ-স্মৃতির অমৃত-ধারায়, অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর হইতেই সে মর্ত্ত্য হৃদয় অমর্ত্ত্য অলঙ্কারে,দিব্য বিভূষণে বিভূষিত হইয়াছে। শকুন্তলার স্মৃতিকর্পূরে শুধু তাঁহার হৃদয়খানিই নহে, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুবাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে হৃদয় হইতে আত্মার্থমূলক সর্ব্ববিধ মালিন্য তিরোহিত হইয়াছে। এখন তাহা সাগরবক্ষের ন্যায় বিশাল, হিমাচলের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য এবং প্রভাতের ন্যায় নির্ম্মল। প্রিয় সংস্পর্শের এমনই মাহাত্ম্য।

যখন রাজ হৃদয়ের এই প্রকার অবস্থা, স্বর্গীয় সম্পদে এমনই সম্পন্ন, তখন প্রতীহারী আসিয়া মন্ত্রীর নাম করিয়া বলিল, অমুক বৈশ্য নিঃসন্তান, অনেক টাকা-কড়ি তার, সে মারা গিয়াছে, তাহার সমস্ত ধন-দৌলত মহারাজের প্রাপ্য। তচ্ছ্রবণে রাজা ঘোষণা করিতে বলিয়া দিলেন যে, আজ হইতে প্রজাপুঞ্জ জানিয়া রাখুক যে, যাহার যে আত্মীয়-স্বজনের অভাব ঘটিবে, দুষ্যন্ত স্বয়ং তাহার সেই আত্মীয়-স্বজনের স্থান পূরণ করিবেন। আজ হইতে রাজা দুষ্যন্ত পুত্রহীন প্রজার পুত্র, পিতৃহীন প্রজার পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতৃতুল্য, আজ হইতে দুষ্যন্ত অনাথের বন্ধু, দীনের সহায়, নিঃস্বের ধন। কালে পর্য্যাপ্ত বর্ষণ হইলে প্রজাকুল যেমন আনন্দিত হয়, রাজার এই ঘোষণায় তাহারা সেইরূপ উল্লসিত হইল। রাজ্যমধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এই ঘোষণায়, ভারতের আর্য্য নরপতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইল। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগের চিরকাম্য রত্ন কক্ষের দ্বার উন্মোচিত হইল। দর্শকগণ সে কক্ষের চির ভাস্বর রত্নরাজির জ্যোতিতে ঊষার স্বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিলেন। দুষ্যন্তের বিশাল হৃদয়ের বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়-বীণায় আপনিই বাজিয়া উঠিল—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥
"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ-সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ১১।৪৩
গীতা ১১।৪০,

ভারতভূমির অধীশ্বর যে কেবল সশৈলকাননা ধরণীরই অধিপতি নহেন, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়েরও তিনি রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী, ইহা কবি প্রদর্শন করিলেন। প্রকৃত রাজার হৃদয়ের স্বরূপ যে কত বড়, কত বিশাল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন। হায় রে ভারতবর্ষ।

"মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

আর একবার কবি, তদীয় অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রব্য কাব্য, সংস্কৃত-ভারতীর কমনীয় অন্যতমের প্রসঙ্গে রাজচরিত্রের অতি মনোজ্ঞতম অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজাকে লোকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ মনে করিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে বাস করিত। এক কথায় রাজা তখন প্রজার যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন। রঘুবংশের সেই রাজ-চিত্রের সৌন্দর্য্য যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইবেন না। কালিদাসের সেই—

"তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্‌মুখেন
তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাথ লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা
তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী॥"

উক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের বক্ষে কৌস্তভবৎ চিরদিন শোভা পাইবে।

নিঃসন্তান বণিকের যত কিছু ধনসম্পত্তি রাজায় আসিয়া অর্শিবে, বণিকের পিতৃ-পিতামহের এত কালের সঞ্চিত অর্থ, কষ্টার্জ্জিত অর্থ এবং সেই সঙ্গে ঐ বণিক-বংশের নাম পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে নিঃসন্তান ভারত-সম্রাট্ নিজের বংশের পরিণাম-চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। পুরুবংশের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। আর্য্য নৃপতি তিনি, নিয়ম-সংযম, ধর্ম্ম-কার্য্য, বৈধ অনুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহার কুলের নিত্য ব্রত-স্বরূপ। সনাতন ধর্ম্মের পরিপন্থী কোনরূপ কর্ম্ম তাঁহার বংশে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার বংশ জগদ্বিখ্যাত। পাপের ছায়াও তাহারা মাড়ান না। পাপানুষ্ঠান ত পরের কথা। এত বড় সৎ-কর্ম্মান্বিত কুল তাঁহা হইতেই নির্ম্মূল হইল, কি পাপে, কোন্ অপকর্ম্মের পরিণামে, কাহার অভিশাপে এত বড় পুরুকুল ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। কিছু কালের জন্য সে হৃদয় হইতে, কণ্ব, কণ্বাশ্রম, কণ্ব-দুহিতা সমস্তই অন্তর্ধান করিল। যত কিছু আত্মভাবনা, আপনার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, স্বস্তি-অস্বস্তি, সমুদয় তিরোহিত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ঐ নির্ব্বংশ হওয়ার চিন্তা আসিয়া সে হৃদয় জুড়িয়া বসিল। সম্ভাবিতপুত্রা শকুন্তলার বল্লভ আজ ঐ দুশ্চিন্তায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায়! এমন দিনে শকুন্তলা কোথায়? সে যদি থাকিত, রাজ-সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী তাহাকে সসত্ত্বা জানিয়াও রাজা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তীক্ষ্ণ, অতি কঠোর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, উপস্থিত, উপযাচিকা হইয়া উপস্থিত মঙ্গলময়ীকে বিদায় করিয়াছেন, এখন আর সে অতীতের অনুশোচনায় লাভ কি? কত বড় অভাগ্য তিনি! তাঁহার পিতৃপুরুষরা, তাঁহার অভাবে এক গণ্ডূষ জলও পাইবেন না। তৃষ্ণায় তাঁহারা অমৃতধামে থাকিয়াও

বিলুপ্ত হইল, যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল! ভাবিতে ভাবিতে এবং বিলাপ করিতে করিতে দুষ্মন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সামাজিকগণও রাজাকে তথাবিধ বিলপমান এবং তদবস্থায় মূর্চ্ছিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "কি হইল, এ আবার কি নূতন বিপদ" ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে নেপথ্য হইতে ধ্বনি হইল—"অব্রহ্মণ্যম্।" অব্রহ্মণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল অবধ্যতার প্রার্থনা। অর্থাৎ যাহাতে আমি নিহত না হই, তাহাই তোমরা কর, এইরূপ অর্থ জ্ঞাপন করা। ইন্দ্রসারথি মাতলি কর্তৃক আক্রম্যমাণ ব্রাহ্মণ বিদূষক ঐ কাতর ও প্রার্থনা-বাচক 'অব্রহ্মণ্য' শব্দ ঘোষিত করিল। কিন্তু সামাজিকগণ ত তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। বিলাপ করিতে করিতে রাজা যেমন মূর্চ্ছিত হইলেন, অমনি নেপথ্য হইতেও ঐ "অব্রহ্মণ্য" অর্থাৎ "রক্ষা কর" শব্দ উচ্চারিত হওয়ায়, সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় রাজার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি উপায়ে মুমূর্ষু নৃপতিকে বাঁচানো যাইতে পারে, চিন্তায় দর্শকবৃন্দ সমাকুল হইলেন।

এইরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশপূর্ব্বক, কালিদাস, শকুন্তলা নাটকখানাকে যতই সমাপ্তির দিকে লইয়া যাইতেছেন, ততই যেন কেমন একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়রসে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছেন। শারদচন্দ্র যেন ক্রমে পূর্ণিমার নিশিতে উদিত হইতেছেন।

রাজার এই প্রকার দুঃখময়ী অবস্থায় সানুমতী আনন্দিত হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গিয়াছে। স্বর্গবাসিনী শকুন্তলাকে, তাহার পরিত্যাগকারীর এই দশা বলিয়া দুঃখিনীর দুঃখের লাঘব করিবে। দর্শকগণ জানিয়াছেন, সানুমতীই যাওয়ার সময়ে বলিয়া গিয়াছে যে, নিশিদিন শকুন্তলা কাঁদিয়া কাটাইতেছে, এখন এই সংবাদে, তাহার ন্যায়, তাহার জন্য রাজাও যে কাঁদিয়া দিনযাপন করিতেছেন, এই সুখের সংবাদে শকুন্তলার বুক জুড়াইবে, আগুনে জল পড়িবে।

রাজার অবস্থা ত দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষই করিলেন, আর পরোক্ষবর্ত্তিনী শকুন্তলার অবস্থাও সানুমতীর মুখে তাঁহারা শুনিয়াছেন। উভয়ের জন্য উভয়ের যে একই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছেন। রাজকৃত পরিত্যাগে শকুন্তলার যত দুঃখ, অজ্ঞাতসারে, মোহের বশে, শকুন্তলার পরিত্যাগরূপ আত্মকৃত অকার্য্যের জন্য রাজা ততোধিক দুঃখিত, অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে উন্মত্তপ্রায়। নিরপেক্ষ সামাজিকগণ দুই জনের জন্যই ব্যথিত, রাজা এবং শকুন্তলা, উভয়ের জন্যই আকুল। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, রাজার এতাদৃশ বিরহ-কাতর দশার সংবাদ যখন প্রত্যক্ষদর্শিনী সানুমতীর মুখে শকুন্তলা শুনিবে, তখন সে অনেকটা সান্ত্বনা পাইবে। আপাততঃ এইটুকুই আশাতীত লাভ। আর মিলন হউক না হউক, এইরূপ সংবাদেও বিচ্ছেদকাতর প্রিয়তমের তাদৃশী অবস্থা শ্রবণেও বিচ্ছিন্না কণ্ব-দুহিতার তাপিত হৃদয় শীতল হইবে। মিলন অপেক্ষা এ সংবাদ শুনিয়া বিরহিতার যে অবস্থা ঘটে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।

বিষণ্ণ-হৃদয় সামাজিকবৃন্দের যখন এইরূপ নানা চিন্তায়, আত্মানুকুল ভাবনায় স্ব স্ব অন্তঃকরণ কতকটা প্রকৃতিস্থ, "তবুও মন্দের ভালো" ভাবিয়া তাঁহারা কতকটা দুর্ভাবনা-বিমুক্ত, এমনই সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি আসিয়া, দেব-কার্য্যের জন্য, দেবরাজ ইন্দ্রেরও অজেয় দানবগণের ধ্বংস-সাধনের উদ্দেশ্যে শূরোত্তম দুষ্যন্তকে মহা খাতির করিয়া স্বর্গে লইয়া গেল। অমরলোক বিপন্ন, মরলোকের অধীশ্বর তাহার রক্ষার জন্য ছুটিলেন। সামাজিকগণ এবার চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের দুষ্যন্ত কত বড় বীর, কত বড় শক্তিধর পুরুষ, তাঁহারা যাঁহাকে কত কি রঙ্গে বিচিত্র করিয়াছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে কত কি ভাবিয়াছিলেন ও এখনও ভাবিতেছেন, সেই রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তীর মহনীয়ত্ব, বিশালত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহারা তখন তার-কণ্ঠে ও সমস্বরে কহিলেন :—

"তব বর্ত্মনি বর্ত্ততাং শিবং
পুনরস্তু ত্বরিতং সমাগমঃ॥"

(নৈষধ) ১—১০॥